তাবলীগ
১৩

ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে মাওলানা সাদ সাহেবের আপত্তিকর বয়ান ও তার পক্ষে উপস্থাপিত দলিলাদির বিশ্লেষণ

মাওলানা মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি

আবদুল্লাহ আল ফারুক
[অনূদিত]

সাইয়্যেদুনা ইউসুফ ﷺ সম্পর্কে মাওলানা সাদ সাহেবের আপত্তিকর বয়ান ও তার পক্ষে উপস্থাপিত দলিলাদির বিশ্লেষণ

রচনা
মাওলানা মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি
উসতাযুল হাদিস ওয়াল ফেকাহ,
দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা , লাখনৌ, ভারত

অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাকতাবাতুল আসআদ

প্রথম সংস্করণ : জুন ২০১৮ ঈ.
রমাযান ১৪৩৯ হি.

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল আসআদের পক্ষে আশুলিয়া, ঢাকা থেকে প্রকাশক আবদুল্লাহ আল ফারুক কর্তৃক প্রকাশিত ও মাকতাবাতুল আযহার দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত এবং জননী প্রিন্টিং প্রেস ১৯ প্রতাপদাস লেন, সিংটোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

পরিবেশনায়

মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা,
ঢাকা
: 019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ১
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড,
ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার,
ঢাকা 017 15 02 31 18

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ২
৩৩, ৩৪, ৩৫ কিতাব মার্কেট
জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
: 019 75 02 31 18

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
বর্ণবিন্যাস : মদীনা বর্ণশীলন, alfaruque1983@gmail.com

মূল্য : ১০০ [একশ] টাকা মাত্র

YOSUF ❀ SOMPORKE SAD SAHEBER
AAPOTTIIKOR BOYAN
Published by : Maktabatul Asad, Dhaka, Bangladesh
Price : Tk. 100.00 US $ 5.00 only.

অর্পণ

মাওলানা জোবায়ের সাহেব

কাকরাইল থেকে টঙ্গি, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া,
ইথ্যারে ইথ্যারে শুনি আপনার ভরাট কণ্ঠ।
সেকী অন্তরজ্বালা নিয়ে দরদি বয়ান।
মিম্বারের এই মুকুটহীন সম্রাট, আপনাকে শ্রদ্ধা....

সূচি

লেখকপরিচিতি ০৯
মাওলানা সাদ কান্ধলভি সাহেবের একটি বয়ানের চয়নিকা ১৩
মাওলানার উপর্যুক্ত বয়ানের ওপর উলামায়ে কেরামের আপত্তি ১৭
দুটি তাফসিরের পরিণতির ফারাক ১৯
কোন তাফসির সঠিক ও গ্রহণযোগ্য?.....২৬
আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এর তাহকিক ২৭
প্রত্যাখ্যাত তাফসির গ্রহণকারীদের সবচেয়ে মজবুত দলিল
ও হাফেয ইবনে কাসির রহ. এর খণ্ডন ২৮
উলামায়ে দেওবন্দের তাহকিক ৩২
হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানভি রহ. এর
গভীর অনুসন্ধানলব্ধ তাফসির ৩২
মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদি রহ. এর তাহকিক ৩৫
মুফাসসিরে কুরআন মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. এর তাহকিক ৩৬
শায়খুল ইসলাম মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ তাকি
উসমানি সাহেবের তাহকিক ৩৭
বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসির ও মুহাদ্দিস আল্লামা
শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. এর তাফসির ৩৮
'কাসাসুল কুরআন' সংকলন মাওলানা
হিফযুর রহমান সিওহারভি রহ. এর তাহকিক ৪২
হযরত মাওলানা যাইনুল আবিদিন সাহেবের তাহকিক ৪৮
বর্তমান সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ
মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানি সাহেবের তাহকিক ৪৮
মাওলানা সাইয়্যেদ সালমান নদভি সাহেবের তাহকিক ৫১
মাওলানা সাইয়্যেদ বিলাল হাসানি নদভি সাহেবের তাহকিক ৫২
দ্বিতীয় তাফসির নিরেট ইসরাঈলি রেওয়ায়েত প্রসূত,
মাওলানা আসির আদরাবি সাহেবের তাহকিক ৫৩
ইসরাঈলি রেওয়ায়েত নকলকালে সতর্কতা অপরিহার্য ৫৮
গায়রুল্লাহর কাছে উপকরণের সাহায্য চাওয়াটা
আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়,
এ মর্মে বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসির মাওলানা শাব্বির আহমদ
উসমানি রহ. এর তাহকিক ৬৪
গবেষক উলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তেব্যর আলোকে
মাওলানা সাদ সাহেবের বয়ানের নিরীক্ষণ ৭৫
অত্যন্ত সহজ সিদ্ধান্ত ৭৯

লেখকপরিচিতি

হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি সাহেব ভারতের ঐতিহাসিক দ্বীনি বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লাখনৌতে হাদিস ও ফেকাহর উসতায হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁকে ভারতের অন্যতম বিচক্ষণ, ভারসাম্যপূর্ণ মেজাযের অধিকারী, উম্মাহর জন্যে ব্যথিত অন্তর লালনকারী ও সাহিবে দিল বুযুর্গ মনে করা হয়। তিনি দীর্ঘ দিন হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ সিদ্দিক আহমদ বান্দাবি রহ. এর সংশ্রবে ছিলেন, তাঁর তত্ত্বাবধানে আত্মশুদ্ধির মেহনত করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে খিলাফত লাভ করেছেন।

মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরের শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস রহ. মুফতি সাহেবের জ্ঞানলব্ধ বইগুলো দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর রচনাবলির ওপর আস্থা জানিয়েছেন। নিঃসন্দেহে হযরতের এই মূল্যায়ন মাওলানার শেকড়স্পর্শী অধ্যয়ন, বিস্তৃত ইলম ও পোক্ত প্রজ্ঞার প্রমাণ বহন করে।

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. মুফতি যায়দ সাহেবের গবেষণালব্ধ রচনাবলি পড়ে আন্তরিক প্রীতি জানিয়েছেন।

শায়খুল ইসলাম মাওলানা মুফতি তাকি উসমানি সাহেব তাঁর বিশ্ববিখ্যাত রচনা 'গায়রে সূদি ব্যাংকারি' গ্রন্থে মুফতি যায়দ মাযাহেরি সাহেবের প্রবন্ধ থেকে বিভিন্ন চয়নিকা উদ্ধৃত করেছেন।

মুফতি যায়দ সাহেবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি যখনই কোনো বিষয়ে কলম ধরেন, তখন সেই লেখা অবশ্যই সমকালের আকাবির উলামা ও মাশায়েখের খেদমতে উপস্থাপন করেন এবং এক্ষেত্রে তাঁদের জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ ও সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত স্বীকার করেন।

মাওলানা মুহাম্মদ সাদ কান্ধলভি সাহেব সম্পর্কে তিনি এ পর্যন্ত যতগুলো প্রবন্ধ-নিবন্ধ-পুস্তিকা ও বই রচনা করেছেন, সেগুলোর প্রতিটিকেই তিনি উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে দ্বীনের খেদমতে প্রেরণ করেছেন। তাঁদের সম্মতিতেই তিনি সেগুলোকে মুদ্রিত আকারে জনগণের সামনে উপস্থাপন করছেন।

মহান আল্লাহ তাঁর ইলম, আমল, হায়াত ও খেদমাতের মাঝে বরকত দান করুন। তাঁর কলমি খেদমতকে সমস্যাক্রান্ত উম্মাহর হিদায়াতের বাতিঘর বানিয়ে দিন। আমিন।

-আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাওলানা সাদ কান্ধলভি সাহেবের একটি বয়ানের চয়নিকা

জনাব মাওলানা মুহাম্মদ সাদ কান্ধলভি বাংলাওয়ালি মসজিদ নিযামুদ্দিন দিল্লিতে ১৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হিজরি, মুতাবেক ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে এবং আরো কিছু স্থানে সর্বসাধারণের সামনে নিজ বয়ানে বলেছেন—

"یوسف علیہ السلام بڑے سخت حالات میں تھے ، تہمت لگی تھی عزیز مصر کے گھر سے اور بہت سخت حالات تھے ، لیکن دو چیزیں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں داعی سے ، ایک تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حالات سے متاثر ہو کر دعوت الی اللہ چھوڑ تو نہیں دیتا ، ایک یہ دیکھتے ہیں اللہ انبیاء علیہم السلام کو کہ یہ حالات سے پریشان ہو کر ہمارے غیر سے مدد تو نہیں چاہتے ؟ دوسرے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حالات سے متأثر ہو کر دعوت الی اللہ کا عمل چھوڑ تو نہیں دیتے -

دوسری بات یہ ہے کہ پھر یوسف نے پھران کو ان کے خواب کی تعبیر بھی بتلا دی اور یہ خیال ہوا کہ ان میں سے ایک آدمی جیل سے رہا ہو کر اور باعزت بری ہوکر بادشاہ کے پاس جائے گا لہذا بادشاہ کے پاس یہ پیغام پہونچا دوں (سنو دھیان سے) کہ یوسف علیہ السلام نے اتنے عرصہ سے جیل میں ہے کچھ اس کے مقدمہ پر غور کر لیا جائے اور اس کو جیل سے رہا کردیا جائے ، اللہ کی شان یوسف علیہ السلام کو شیطان نے اللہ کی یاد بھلا دی ، یوسف علیہ السلام کو شیطان نے اللہ کی یاد بھلا دی، یوسف علیہ السلام کو شیطان نے اللہ کی یاد بھلا دی کہ یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے کے لئے ہم سے کیوں نہیں کہا؟

داعی کے لئے یہ دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں ، انتہائی ضروی کہ جب اس کے راستہ میں کوئی حال آئے تو وہ اپنے حال کو اس سے کہے جس کی طرف سے پیغام لے کر بھیجا ہوا ہے ، دنیا میں آپ کسی ادنی سے ادنی ملازم کو کسی ادنی سے ادنی کام کے لئے بھیجیں اگر اس کے کام میں کوئی رکاوٹ پیش آئے گی یا اسے کوئی دقت پیش آئے گی تو وہ رجوع کرے گا اور رابطہ کرے گا بھیجنے والے سے ، جس نے کام کے لئے بھیجا وہ اس سے ہی رابطہ کرے گا کہ آپ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ میرے کام میں رکاوٹ پیش آگئی ہیں کیا کروں؟ یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے والے سے فرمایا : "اُذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ" کہ میرا تذکرہ کردینا بادشاہ کے سامنے "فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ" شیطان نے یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے رب کی یاد بھلا دی اس کے بعد یوسف علیہ السلام عرصہ سے جیل میں رہے -

(ماخوذ از: بے علمی کی گفتگو ، ص : ۱ و ۲، مرتبہ مولانا انیس احمد ندوی ، مطبوعہ اسلامك سروس ،لکھنؤ)

‘ইউসুফ আলাইহিস সালাম বড় প্রতিকূল অবস্থায় ছিলেন। মিসরের মন্ত্রীর ঘর থেকে তাঁর ওপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল। বড় দুঃসময় যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ দুটি বিষয় দেখতে চেয়েছিলেন। প্রথম বিষয় দেখতে চেয়েছিলেন, তিনি পরিস্থিতি থেকে প্রভাবিত হয়ে আল্লাহর দিকে দাওয়াত ছেড়ে দেন কি-না? আরেকটি বিষয় দেখতে চেয়েছিলেন যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এ ধরনের পরিস্থিতিতে পেরেশান হয়ে গায়রুল্লাহর কাছে মদদ চেয়ে ফেলেন কি-না? দ্বিতীয়ত এ বিষয় দেখতে চেয়েছেন যে, পরিস্থিতির শিকার হয়ে আল্লাহর দিকে দাওয়াতের আমল ছেড়ে দেন কি-না?

দ্বিতীয় কথা হলো, ইউসুফ (আ.) তখন লোকটিকে স্বপ্নের ব্যাখ্যাও জানিয়ে দেন। তখন তাঁর মনে হয়েছিল, এ দু'জনের মধ্য হতে একজন জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সসম্মানে বাদশার দরবারে যাবে। কাজেই বাদশার কাছে এ বার্তা পৌঁছে দাও (মনোযোগ সহকারে শোনো) যে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম অনেক দিন ধরে জেলের ভেতরে আছে। তাঁর মোকাদ্দমার ব্যাপারে কিছু চিন্তা-ভাবনা করুন। তাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হোক। আল্লাহর কুদরত! ইউসুফ আলাইহিস সালামকে শয়তান আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিলো। ইউসুফ আলাইহিস সালামকে শয়তান আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিলো। ইউসুফ আলাইহিস সালামকে শয়তান আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিলো যে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম জেল থেকে বেরুনোর জন্যে আমাকে কেন বলল না?

দাঈর জন্যে এ দুটি বিষয় খুবই জরুরি। খুবই জরুরি হলো, এই পথে কোনো প্রতিকূলতা এলে, সেই

প্রতিকূলতার কথা ওই সত্তাকে বলবে, যেই সত্তার পক্ষ থেকে সে পয়গাম সহকারে প্রেরীত হয়েছে। পৃথিবীতে আপনি যদি কোনো ছোট থেকে ছোট কর্মচারীকে কোনো ছোট থেকে ছোট কাজে পাঠান, যদি সেই কাজে কোনো প্রতিবন্ধক আসে অথবা কোনো জটিলতা দেখা দেয় তখন সে এর জন্যে তার শরণাপন্ন হয়, যে তাকে পাঠিয়েছে। তার সঙ্গেই যোগাযোগ করে বলে যে, আমি কী করব? আমার সামনে প্রতিবন্ধক এসেছে, এখন আমার কী করণীয়? ইউসুফ আলাইহিস সালাম মুক্তিপ্রাপ্ত লোককে বলেছিলেন, اذكرني عند ربك —'বাদশার কাছে আমার আলোচনা করবে।' فانساه الشيطان ذكر ربه —'শয়তান ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিল।' এ ঘটনার পর ইউসুফ আলাইহিস সালাম দীর্ঘ দিন জেলে থাকেন।' [বে-ইলমি গুফতগু : ১/২। সংকলক, মাওলানা আনিস আহমদ নদভি। ইসলামিক সার্ভিসেস লাখনৌ কর্তৃক প্রকাশিত]

মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব নিযামুদ্দিন মারকাযে এ আলোচনা করেছেন। আরো অনেকগুলো স্থানেও শব্দ ও অভিব্যক্তির খানিকটা তফাতে এ বয়ান অসংখ্যবার করেছেন। যার ফলে নিযামুদ্দিন মারকায থেকে এ কথাগুলো ছড়িয়ে পড়ে। নিযামুদ্দিনের অন্য হযরতগণও এ কথা বেশ জোর দিয়ে বয়ান করে থাকেন। কিছু দিন আগে নিযামুদ্দিন মারকাযের কয়েকজন যিম্মাদার লাখনৌর তাবলীগি মারকাযে এসেছিলেন। মাগরিব পরবর্তী বয়ানে তারা পুরো জোর দিয়ে নিচের মন্তব্যটি করেছেন, যা আমি নিজেই শুনেছি। যে,

"یوسف علیه السلام نے غیر اللہ سے مدد چاہی جس کے نتیجه میں ان کو مزید سات سال جیل میں سڑنا پڑا"

'ইউসুফ আলাইহিস সালাম গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছেন। যার পরিণতিতে তাঁকে আরো সাত বছর জেলের ঘানি টানতে হয়েছে।' [হুবহু এ শব্দেই বলেছেন।]

ওই মাজমাতে শত শত সাধারণ মানুষ ছিল। যিম্মাদারদের কাছ থেকে শুনে তারাও অবলীলায় নিজেদের বয়ানে এ কথা বলতে শুরু করে যে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম গায়রুল্লাহর কাছে মদদ চেয়েছেন। যার পরিণতিতে তাকে আরো সাত বছর জেলের ঘানি টানতে হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ।

মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের এই বয়ানের পরিণতিতে দেখা যাচ্ছে, ছোট-বড় সব ধরনের শ্রোতাই সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালামের শানে এ ধরনের অমর্যাদাকর কথা বলছে। আগামীতে এই শঙ্কা প্রকট আকারে জাগছে যে, মাওলানার ভক্ত-অনুরক্ত বিশেষত তাবলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত মহল ও তাদের অধীনস্থ কর্মচারীরা এ ধরনের অবমাননাকর বয়ান করাকে নিজেদের মামুল বানিয়ে ফেলবে। কাজেই এর উৎসমুখ বন্ধ করা সর্বাবস্থায় জরুরি। চিন্তার বিষয় হলো, মাওলানার এ ধরনের বয়ানের সমর্থনে, তরফদারিতে, তাঁর পক্ষের হয়ে দলিল-উদ্ধৃতি সংকলনের কাজও গুরুত্বের সঙ্গে চালানো হচ্ছে। জবাব আকারে সেগুলোও ছাপা হচ্ছে। সেই বইগুলো এখন আমার সামনে আছে। বিষয়টি নিয়ে উলামায়ে কেরাম উদ্বিগ্ন।

মাওলানার উপর্যুক্ত বয়ানের ওপর উলামায়ে কেরামের আপত্তি

জনাব মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব কান্ধলভির উপর্যুক্ত বয়ানের ওপর উলামায়ে কেরামের একটি প্রশ্ন হলো, মাওলানার বয়ান অনুসারে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদিকে নিজের কারামুক্তির জন্যে বলেছিলেন, 'বাদশাহর কাছে আমার কথাও আলোচনা করবে।'

ইউসুফ আলাইহিস সালাম এ কথাটি কোন উদ্দেশ্যে, কোন স্বার্থে, কোন প্রয়োজনে বলেছিলেন, তা কুরআন কারিমে অথবা কোনো সহিহ হাদিসে নেই। বরং কুরআন কারিমে বিষয়টি অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। অনেক মুহাক্কিক আলেমের অভিমত হলো, সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম এই দীর্ঘ কারাজীবনে যে কথাগুলো প্রচার করেছেন, তাওহিদের যেই পয়গাম ওই কারারুদ্ধ রাজকর্মচারীকে দিয়েছেন, দ্বীনের যেই সবক ওই লোককে শিখিয়েছেন, ইউসুফ আলাইহিস সালাম কয়েদিকে বলেছিলেন, বাদশার কাছে গিয়েও তাওহিদের এই পয়গাম ও দাওয়াতের কথা জানাবে। যেন, বাদশার কাছেও ভায়া ব্যক্তির মাধ্যমে তাওহিদের দাওয়াত পৌঁছে যায়। অর্থাৎ ইউসুফ আলাইহিস সালাম ওই কয়েদিকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন সরাসরি, কোনো মাধ্যম ব্যতিরেকে। আর বাদশাহর কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন ওই ব্যক্তির মাধ্যমে। এথেকে দাওয়াত ও তাবলীগের একটি

মূলনীতি আবিস্কৃত হচ্ছে যে, দাওয়াত যেভাবে কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি দেওয়া যায়, তদ্রূপ মাধ্যমের সহায়তায়ও দেওয়া যায়।

এর বিপরীতে কিছু মুফাসসির হযরতের অভিমত হলো, اذكرني عند ربك —'বাদশার কাছে আমার আলোচনা করবে।' ইউসুফ আলাইহিস সালাম ওই কয়েদিকে বলেছিলেন, তোমার মনিব অর্থাৎ বাদশার কাছে আমার আলোচনা করবে। এ কথাটি তিনি বলেছিলেন জেলজীবন থেকে মুক্তি পেতে। যেহেতু ইউসুফ আলাইহিস সালাম এখানে গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন অর্থাৎ আল্লাহকে ছেড়ে গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছেন, কাজেই শাস্তি হিসেবে তাঁকে আরো কয়েক বছর জেলের ঘানি টানতে হয়েছিল। মাওলানা সাদ সাহেব এই দ্বিতীয় তাফসির গ্রহণ করে এটিকে দাওয়াত ও তাবলীগের উসুল ও একজন দাঈর বৈশিষ্ট্য বানিয়ে দিয়েছেন যে, দাঈ ব্যক্তির জন্যে গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত নয়।

এই দ্বিতীয় তাফসিরে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, اذكرني عند ربك —'বাদশার কাছে আমার আলোচনা করবে' এবং فانساه الشيطان ذكر ربه –'শয়তান ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিল'। এখানে ভুলিয়ে দেওয়ার সম্পর্ক সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালামের সম্পর্কে। অর্থাৎ শয়তান ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আল্লাহর থেকে গাফেল করে দিল। যার ফলে তিনি রব্বুল আলামীন থেকে গাফেল হয়ে গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে বসেন। যার পরিণতিতে তাঁর ওপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে। অথচ অকাট্য সত্য ও আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের সত্যায়িত সিদ্ধান্ত হলো, এ দুটি কথার দুটোই বিলকুল ভুল। শয়তান ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আল্লাহর কথা ভুলিয়ে দিয়েছে এবং গাফলতিতে লিপ্ত করেছে, এ কথা যেমন ভুল। তেমনই তাঁর গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার অপরাধে শাস্তি পেতে হয়েছে, এ কথাও ভুল। কুরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা তাঁর খাস বান্দাদের ব্যাপারে বলেছেন,

> 'নিশ্চয়ই শয়তানের নিয়ন্ত্রণ ওই সকল লোকের ওপর চলে না, যারা ঈমান রাখে ও তাঁদের রবের ওপর ভরসা করে।' [বয়ানুল কুরআন]

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম একজন জলিলুল কদর (পরম সম্মানিত) রাসূল। শয়তান কীভাবে তাঁর ওপর এমন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে যে, এর কারণে তিনি গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে বসবেন?!

দুটি তাফসিরের পরিণতির ফারাক

মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম ও আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ ওই প্রথম তাফসিরকে সহিহ মনে করেন। শুধু তাই নয়; তারা ওই তাফসির থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উসুল ও আদব উদ্ভাবন করেছেন। যেমন,

১.

যেভাবে সরাসরি, কোনো মাধ্যম ব্যতিরেকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া যায়, তদ্রূপ মাধ্যমের সহায়তায়ও দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া যায়। যেমন, এই ঘটনার মাঝে ইউসুফ আলাইহিস সালাম মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদির মাধ্যমে বাদশাহর কাছে তাওহিদের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন। এ কথা মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারভি রহ. 'কাসাসুল কুরআন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১]

২.

প্রচলিত আসবাব বা মাধ্যম/উপকরণ অবলম্বন করা তাওহিদের পরিপন্থী নয়; তাওয়াক্কুলের উঁচু অবস্থানেরও পরিপন্থী নয়। এটি নবিসুলভ মর্যাদারও পরিপন্থী নয়। আল্লামা ইবনে কাসির রহ. ও হযরত থানভি রহ. এই মূল্যবান উক্তি তাঁদের নিজ নিজ কিতাবে লিখেছেন। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে অসংখ্যবার এ ধরনের প্রচলিত আসবাব/মাধ্যম অবলম্বন করেছেন, যা তাঁর সীরাতে প্রমাণিত।

৩.

মানুষ যদি কারো কোনো উপকার করে (যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালাম ওই কয়েদিকে তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে উপকার করেছেন) ওই ব্যক্তি থেকে কোনো ধরনের সেবা গ্রহণ করা দোষণীয় নয়। হযরত থানভি রহ. বয়ানুল কুরআন গ্রন্থে এ কথা লিখেছেন।

---

[১]. বইটি আমার ও আরো দুজন বিজ্ঞ অনুবাদকের কলমে বাংলায় অনূদিত হয়ে মধ্যবাড্ডার স্বনামধন্য প্রকাশনী 'মাকতাবাতুল ইসলাম' থেকে বছরদুয়েক আগে আলোর মুখ দেখেছে। –অনুবাদক

এর বিপরীতে মাওলানা সাদ সাহেব যেই অনির্ভরযোগ্য তাফসির গ্রহণ করেছেন এবং যার স্বপক্ষে দলিলবাজি নকল করার মহাযজ্ঞ শুরু হয়েছে, সেই তাফসির থেকে মাওলানা সাদ সাহেব দাওয়াত ও তাবলীগের এই উসুল আবিস্কার করেছেন যে, প্রচলিত আসবাব/মাধ্যমের ক্ষেত্রেও গায়রুল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে না। দাঈর জন্যে গায়রুল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। এই দ্বিতীয় তাফসিরের ফলাফল দাঁড়াচ্ছে,

১.

প্রয়োজন দেখা দিলেও দাঈর জন্যে আসবাব হিসেবে গায়রুল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করাও উচিত হবে না।

২.

নিরেট আসবাব হিসেবেও গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া হলে এর জন্যে আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

৩.

এই তাফসির অনুসারে সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালামের ওপর এই মারাত্মক অভিযোগ ওঠে যে, তিনি গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য-সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন। যার পরিণতিতে শাস্তি হিসেবে তাঁকে আরো সাত বছর জেলে থাকতে হয়েছে।

৪.

এই তাফসির অনুসারে সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালামের ওপর এ অভিযোগও ওঠে যে, তিনি তাওহিদ, তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী কাজ করেছেন।

৫.

এই তাফসির গ্রহণ করার কারণে শুধু হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামই নন; আরো অনেক নবি, এমনকি আমাদের নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরও মারাত্মক আপত্তি ওঠে। আরবিতে একটি কথা আছে, حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ — 'এমন অনেক কাজ আছে, যা সাধারণ নেককারদের জন্যে নেককাজ হলেও আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের জন্যে ভুল কাজ'। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা আর কে হতে পারে! তিনিও অনেকগুলো স্থানে আসবাব হিসেবে গায়রুল্লাহকে সাহায্যের জন্যে ডেকেছেন। বিভিন্ন হাদিসে এমন বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন, হুনাইন প্রভৃতি যুদ্ধে পরাজয়ের শংকা দেখা দিলে নাম নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে চিৎকার করে নিজেও ডেকেছেন, অন্যদের মাধ্যমেও ডাকিয়েছেন। তিনি ওই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সাহায্য চেয়েই তাদেরকে ডেকেছিলেন। মুসলিম শরিফের বর্ণনা দেখুন,

> قال : فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا الْتَفَتَ عن يَمِينِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ..... ثُمَّ الْتَفَتَ عن يَسَارِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ. (مسلم شريف ، باب اعطاء المؤلفة ، ص :٣٣٨، ج :١)
>
> فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبَّاسُ نَادِ يَا أَصْحَابَ السَّمُرَةِ فقَالَ عباس وكان رَجُلًا صَيِّتًا فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ..... ثُمَّ قَصَّرَتْ الدَّاعُونَ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ... الخ. (مسلم شريف ، باب غزوة الحنين ص :١٠٠، ج :٢)

আল্লাহ না করুন, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আসবাব হিসেবে গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াটা যদি তাওহিদের সুউচ্চ অবস্থান ও তাওয়াক্কুলের অত্যুচ্চ চেতনার পরিপন্থী ও দণ্ডনীয় অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে —নাউযুবিল্লাহ— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারেও আপনি এ দাবি করবেন যে, গায়রুল্লাহর কাছে তাঁর সেই সাহায্যপ্রার্থনা দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল?!

বরং কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার আদেশ করেছেন। নাসাঈ শরিফের বর্ণনায় এসেছে, একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো ব্যক্তি যদি আমার ওপর আক্রমণ করে আমার সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চায় তখন আমি কী করব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রথমে তুমি আল্লাহর কথা বলে নসিহত করবে। লোকটি প্রশ্ন করল, এরপরও যদি লোকটি নিবৃত্ত না হয়? উত্তরে নবিজি বলেন,

> فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين .... فاستعن عليه بالسلطان . (نسائى شريف ، فتح الملهم ص :١٦١، ج :٢)
>
> তুমি তাকে মোকাবিলা করার জন্যে নিজের কাছের মুসলিমদের কাছে সাহায্য চাইবে... সুলতানের

কাছে সাহায্য চাইবে...

তাহলে দেখুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে পরিষ্কার ভাষায় গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি কি নবিজির এই নির্দেশকেও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী ও তাওহিদের বিপরীত সাব্যস্ত করবেন? পুরো বর্ণনাটি দেখুন,

أخرج النسائى من حديث ابن مخارق عن أبيه قال : "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الرجل يأتينى فيريد مالى ، فقال : ذكره بالله ، قال : فإن لم يذكر ؟ قال : فاستعن عليه بمن حولك من المسليمن ، قال : فإن لم يكن حولى أحد من المسلمين؟ قال فاستعن عليه بالسلطان ، قال : وإن نأى السلطان عنى ؟ قال : قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك " كذا في عمدة القارى . (نسائى شريف ، فتح الملهم ص : ١٦١ ، ج : ٢)

আরেকটি ঘটনা তুলে ধরছি। একবার কয়েকজন সাহাবি রাদি. নামাযে দীর্ঘ সাজদার ফলে ক্লান্তির অভিযোগ তুললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁদের বললেন, إِسْتَعِيْنُوْا بِالرُّكَبِ — 'তোমরা হাঁটুর সাহায্য নাও।' পুরো বর্ণনা হলো—

عن أبى هريرة رضي الله عنه، قال : اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال : استعينوا بالركب . (رواه الترمذى ، حديث : ٢٨٥، باب ماجاء في الاعتماد في السجود)

এর ব্যাখ্যা হলো, সাজদা দীর্ঘ হলে তোমরা হাত হাঁটুর ওপর ভর রেখে হাঁটু থেকে সাহায্য নাও। এতে ক্লান্তির অনুভূতি হ্রাস পাবে। দেখুন, এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাঁটু থেকেই সাহায্য প্রার্থনার নির্দেশ করেছেন। অথচ এই হাঁটুও গায়রুল্লাহ।

তদ্রূপ এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক গোলামের মনিবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, গোলামের সাধ্যে যা কুলাবে না, এমন বোঝা তার ওপর চাপিয়ে দেবে না। যদি কোনো কারণে চাপানোর প্রয়োজন পড়ে তাহলে অবশ্যই তাকে সহায়তা করবে। বর্ণনায় এসেছে—

لا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه . (مسلم شريف باب صحبة المماليك ، حديث : ٤٢٩١ ، فتح الملهم : ص : ٢٠٧، ج : ٨)

এই বর্ণনার মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই মনিবকে নির্দেশ করেছেন গোলামকে সহায়তা করতে। এখন কেউ কি এ কথা বলবে যে, উপর্যুক্ত বর্ণনার মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়রুল্লাহর কাছ থেকে সহায়তা লাভের নির্দেশ করেছেন? অথচ তিনি নিজেই আরেক হাদিসে এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। সেমতে তিরমিজি শরিফের বর্ণনায় এসেছে—

عن إبن عباس قال : كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام ..... إذا سألت فأسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله الخ. (رواه الترمذى ابواب صفة القيامة، باب : ٥، حديث : ٢٦٣٥)

আসল কথা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বর্ণনায় অন্যের কাছে সহায়তা চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো ছিলো যাহেরি আসবাব বা বাহ্যিক উপকরণের ক্ষেত্রে। আসবাব হিসেবে গায়রুল্লাহর কাছ থেকে সহায়তা নেওয়া, সহায়তা চাওয়া বা কাউকে সহায়তা করা— এগুলো যেমন শিরক নয়, তেমনই তাওয়াক্কুল ও তাকওয়ার উঁচু মর্যাদার পরিপন্থীও নয়। এ কাজ নববি মর্যাদার পরিপন্থীও নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজ থেকে অর্থাৎ কওলি (বাচনিক) হাদিস ও ফে'লি (ব্যবহারিক) হাদিস থেকে এ ধরনের সহায়তা চাওয়ার ভুরি ভুরি উদাহরণ দেওয়া যাবে। অন্য আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম থেকেও এ ধরনের কাজ প্রমাণিত।

এর বিপরীতে যেসব আয়াত ও হাদিসে গায়রুল্লাহর কাছ থেকে সহায়তা চাইতে নিষেধ এসেছে, সেখানে উদ্দেশ্য হলো, গায়রুল্লাহকে সার্বভৌম, একচ্ছত্র ও স্বতন্ত্র ক্ষমতাবান মনে করে তার কাছ থেকে সহায়তা চাওয়া যাবে না। উভয়ের ক্ষেত্র যেহেতু ভিন্ন, কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ফরমানের ওপর যেমন আপত্তি তোলার সুযোগ নেই, তদ্রূপ সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম কর্তৃক জনৈক কয়েদির কাছে اذكرني عند ربك — 'তোমার মনিবের কাছে আমার কথা তুলবে' এই অনুরোধের ওপরও আপত্তি তোলার সুযোগ নেই। এখন নবির যে কাজ দোষণীয় নয়, সেটাকে দোষণীয় বলা, সে কাজের ওপর আপত্তি তোলা এবং নবির শানে

অবমাননাকর মন্তব্য করা— এগুলো খুবই মারাত্মক অপরাধ। কেউ এ কাজ করলে তাকে অবশ্যই তিরষ্কার করতে হবে, শক্ত ভাষায় সতর্ক করতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ ধরনের কাজ থেকে নিরাপদ রাখুন। বইয়ের শেষ দিকে আমরা এ বিষয়ে আরো আলোচনা করব।

৬.

উপরে আমরা আয়াতটির যে দুটি তাফসিরের কথা আলোচনা করেছি, তন্মধ্য হতে প্রথম তাফসির গ্রহণ করলে আসবাবের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব এবং প্রয়োজনের সময় আসবাব গ্রহণ করা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের অন্যতম সুন্নত প্রমাণিত হয়। অথচ এর বিপরীতে দ্বিতীয় তাফসির অনুসরণ করলে غلو في الدين — 'দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি' এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের শানে ঔদ্ধত্যের দুয়ার খুলে যায়। যদি সাধারণ মানুষের সামনে এ ধরনের তাফসির অবলীলায় বলে বেড়ানো হয় তাহলে এর পরিণতি দাঁড়াবে, ইলমশূন্য সাধারণ মানুষ বয়ানে দাঁড়িয়ে অকুণ্ঠে এ কথা বলে বেড়াবে যে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম গায়রুল্লাহর কাছে মদদ চেয়েছিলেন। যার পরিণতিতে তাঁকে আরো সাত বছর জেলের ঘানি টানতে হয়েছিল। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। মোটকথা, আপনাদের সামনে আমি উভয় তাফসির উপস্থাপন করলাম। উভয় তাফসিরের পরিণতিও খুলে বললাম। আমাদের মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম ও আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ এই দ্বিতীয় তাফসিরকে প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল অভিহিত করেছেন। অথচ মাওলানা সাদ সাহেব সেই প্রত্যাখ্যাত তাফসিরটিকেই লুফে নিয়েছেন। তিনি তার বয়ানে এ তাফসির হরহামেশা বলে বেড়ান। তার এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কারণে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের শানে ঔদ্ধত্য ও বেয়াদবির একটি নতুন দুয়ার খুলে যাচ্ছে। মাওলানার সমর্থনে ইদানিং যেসব বই-পুস্তক গজিয়ে ওঠছে, সেখানে তাফসিরের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে ওই প্রত্যাখ্যাত তাফসিরের উদ্ধৃতি নকল করা হচ্ছে। যার ফলে প্রশ্ন ওঠছে, এ ধরনের দলিলবাজির প্রয়োজনীয়তা কোথায়? মাওলানা সাদ সাহেব যেখানে নিজেকে আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শের অনুসারী দাবি করেছেন, সেই আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ এই মাসআলায় কী লিখেছেন, তাঁরা তাঁদের কিতাবে কী তাহকিক পেশ করেছেন?

কোন তাফসির সঠিক ও গ্রহণযোগ্য?

তাফসিরের কিতাব খুললে উভয় তাফসিরের উদ্ধৃতি ও মারজা' পাওয়া যাবে। কিন্তু আপনাকে অবশ্যই আপনার বয়ানের মাঝে রাজেহ বা প্রাধান্যশীল যোগ্যতর তাফসির বলতে হবে। বয়ানের মাঝে এমন তাফসিরই বলতে হবে, যেটা তাহকিককৃত ও দলিলসমৃদ্ধ। যেই তাফসির হকপন্থী উলামায়ে কেরাম ও আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ সহিহ অভিহিত করেছেন, গ্রহণ করেছেন, বয়ানের মাঝে সেই তাফসিরই বলতে হবে। বিভিন্ন প্রেক্ষিতে নিযামুদ্দিন মারকাযের যিম্মাদারগণ এ কথা স্বীকার করেছেন ও উলামায়ে দেওবন্দের অবস্থানের সঙ্গে ঐকমত্য ব্যক্ত করেছেন।

মুহাককিক উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, তাহকিক ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে কাসির রহ. যেই উঁচু মর্যাদা ও অনন্য শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, তার ধারে-কাছে অন্য কোনো মুফাসসির নেই। আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এর আলোচনা করে শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি সাহেব হাফিযাহুল্লাহ এক জায়গায় লিখেছেন—

> حافظ ابن کثیر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مفسر ہونے کے ساتھ ساتھ جلیل القدر محدث بھی ہیں ، اور روایات پر جرح وتنقید کے فن سے واقف ہیں ، چنانچہ انہوں نے اول تو ان ضعیف اور موضوع روایات کو بکثرت چھانٹ دیا ہے جو متقدمین کی کتابوں میں لکھی چلی آرہی تھیں ، دوسرے جو کمزور روایات وہ لائے ہیں عموما ان کی علل اسناد پر بھی تنبیہ فرمادی ہے ، تفسیر بالروایہ کی کتابیں اکثر وبیشتر اسرائیلیات سے لبریز ہیں ، لیکن ایسی روایات کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا طرز عمل انتہائی محتاط ، صاف ستھرا اور خالص قرآن وسنت پر مبنی ہے ۔
>
> بہر کیف روایتی لحاظ سے تفسیر ابن کثیر سب سے محتاط اور مستند تفسیر ہے ۔ (علوم القرآن ، ص : ۵۰۱، ۵۰۲)

'হাফেয ইবনে কাসির রহ. এর বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি যেমন বড় মাপের মুফাসসির ছিলেন, এর পাশাপাশি তিনি জলিলুল কদর বা বড় মাপের মুহাদ্দিসও ছিলেন। কোন বর্ণনা প্রাধান্য পাবে, কোনো

বর্ণনা জরাহ ও তানকিদের মাণদণ্ডে উত্তীর্ণ হবে, সে বিষয়ে তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। এ কারণে দেখা যায়, তিনি প্রচুর পরিমাণে এমন সব যঈফ ও জাল বর্ণনা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন, যা দিনের পর দিন পূর্ববর্তীদের কিতাবে লিখিত আকারে চলে আসছিল।

এর বাইরে তিনি তাঁর গ্রন্থে যেসব দুর্বল বর্ণনা স্থান দিয়েছেন, সাধারণত তিনি সেগুলোর সনদের ত্রুটি-বিচ্যুতি (علل سند) সম্পর্কেও পাঠককে সতর্ক করেছেন। তাফসির বির রিওয়ায়াতের কিতাবগুলো শত শত ইসরাঈলি বর্ণনা দিয়ে টইটুম্বর হয়ে আছে। এ সব রিওয়ায়েতের ক্ষেত্রে হাফেয ইবনে কাসির রহ. খুবই সতর্ক, স্বচ্ছ ও কুরআন-সুন্নাহর ওপর নির্ভরশীল পথ অবলম্বন করেছেন।

মোটকথা, রিওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তাফসিরে ইবনে কাসির রহ. সবচেয়ে সতর্ক ও নির্ভরযোগ্য তাফসিরগ্রন্থ। [উলুমুল কুরআন : ৫০১-৫০২]

আল্লামা ইবনে কাসির রহ.-এর তাহকিক

মুহাক্কিক মুফাস্সির আল্লামা ইবনে কাসির রহ. উপরের দুটি তাফসিরগ্রন্থের মধ্য হতে প্রথম তাফসিরটিকে সহিহ ও দ্বিতীয় তাফসিরকে পরিত্যাজ্য ও বাতিল অভিহিত করেছেন। প্রথম তাফসিরকে তিনি সহিহ অভিহিত করে সেখান থেকে এ তথ্য উদ্ভাবন করেছেন যে, সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালামের উপর্যুক্ত কর্মপন্থা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়, আসবাব হিসেবে গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া, কাউকে উকিল ও সুপারিশকারী বানানো জায়েয ও সঠিক সিদ্ধান্ত। এ ধরনের কাজ তাওয়াক্কুলের সুউচ্চ মর্যাদার পরিপন্থী নয়। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সুউচ্চ মর্যাদারও পরিপন্থী নয়। আল্লামা ইবনে কাসির রহ. তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—

"اذكرني عند ربك" يعني اذكر أمري وما أنا فيه من السجن بغير جرم عند الملك.

وفي هذا دليل على جواز السعي في الاسباب * ولا ينافي ذلك التوكل على رب الارباب ، وقوله تعالى "فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّه" أي فانسى الناجي منهما الشيطان أن يذكر ما وصاه به يوسف عليه السلام قاله مجاهد ومحمد بن اسحق وغير واحد وهو الصواب وهو منصوص أهل الكتاب . (قصص الانبياء لابن كثير ، ص : ٢٣٠ ، البداية والنهاية : ص : ١٤٩ ، ج : ١)

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এর তাহকিক ও গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত হলো, আসবাব এক্তিয়ার করা তাওয়াক্কুল ও নবিসুলভ মর্যাদার পরিপন্থী নয়। আর শয়তান ভুলিয়ে দিয়েছিল ওই কয়েদিকে। সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে ভুলিয়ে দেওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। এটাই সঠিক কথা। মুজাহিদ রহ. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ.-সহ অন্য হযরতগণ এই অভিমতটিকেই গ্রহণ করেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

প্রত্যাখ্যাত তাফসির গ্রহণকারীদের সবচেয়ে মজবুত দলিল ও হাফেয ইবনে কাসির রহ.-এর খণ্ডন

যেসকল হযরত এই দ্বিতীয় তাফসির গ্রহণ করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে, সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম اذكرني عند ربك বলার কারণে গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার অপরাধে দণ্ডিত হয়েছেন, যার শাস্তি হিসেবে তাকে দীর্ঘ দিন জেলের ঘানি টানতে হয়েছে, সেই তাফসির উপস্থাপনকারীদের সবচেয়ে বড় দলিল হলো নিচের বর্ণনা-

حدثنا عمرو بن محمد عن ابراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال : قال النبي صلى الله عليه والسلام : لو لم يقل يعنى يوسف الكلمة التى قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغى الفرج من عند غير الله .

এ বর্ণনাটি হল সেই হযরতদের সবচেয়ে পোক্ত দলিল, যারা এ কথা বলে যে, সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম জেলে থাকাবস্থায় গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। যেই অপরাধে তাঁকে আরো সাত বছর জেলে থাকতে হয়েছিল। এ বর্ণনা দুররে মানসুর (পৃষ্ঠা : ৫৪১, খণ্ড : ৪, প্রকাশনায় : দারুল ফিকর) এর উদ্ধৃতিতে মাওলানা সাদ সাহেবের তরফদারিতে প্রকাশিত জবাবের প্রথম নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নম্বর : ৬)

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. উপরের হাদিসটি নকল করার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে লিখেছেন, 'এ বর্ণনা

কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, এটি মারাত্মক যঈফ। কেননা এর বর্ণনায় সুফয়ান ইবনে ওয়াকি‘ নামের যঈফ রাভি রয়েছে। ইবরাহিম ইবনে ইয়াযিদ নামের আরেকজন রাভি আছে, যে তার চেয়েও বড় যঈফ। দ্বিতীয়ত বর্ণনাটি কতাদাহ ও হাসান উভয়জন থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত রয়েছে। আর হাদিসে মুরসাল গ্রহণযোগ্য নয়। যেসকল হযরত মুরসাল হাদিস গ্রহণ করে থাকেন, তাদেরও অভিমত হলো, এ জাতীয় বিষয়ে মুরসাল হাদিসও গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এর সিদ্ধান্ত অনুসারে এই বর্ণনা নেহায়েত যঈফ ও মুরসালের সমন্বিত দোষে দুষ্ট। যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আল্লামা ইবনে কাসির রহ. ঠিক এ মন্তব্য লিখেছেন,

وهذا الحديث ضعيف جدا؛ لأن سفيان بن وَكِيع ضعيف، وإبراهيم بن يزيد -هو الخُوزي -أضعف منه أيضا.
وقد رُوي عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهما، وهذه المرسَلات هاهنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن، والله أعلم. (ابن كثير، ص : ٦٢٤، ج : ٢ سورة يوسف)

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এর উক্ত তাহকিক ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর অন্য কোনো উদ্ধৃতি ও উৎসগ্রন্থের দু’ পয়সা দামও থাকে না। যেগুলো গ্রহণ করলে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত মহান নবি-রাসূলদের ওপর অপবাদ আরোপিত হয় এবং নবিদের শানে বেয়াদবি ও অমর্যাদার দুয়ার খুলে যায়। আল্লাহ আমাদেরকে এমন অপবাদ থেকে নিরাপদ রাখুন।

এখানে প্রথমত লক্ষ্য করুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালামের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি কী পরিমাণ দৃষ্টি রেখেছেন এবং ইউসুফ আলাইহিস সালামের ধৈর্য, সংযম ও প্রজ্ঞার কী পরিমাণ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন! তিনি তাঁর ধৈর্য ও সংযমের প্রশংসা করে একটি হাদিসে খুবই বিনম্র ও কোমল ভাষায় বলেছেন,

"لو لبثت في السجن طول لبث يوسف لاجبت الداعى". (مسلم شريف كتاب الإيمان باب زيادة طمانينة القلب ، فتح الملهم ص : ١٩٠، ج : ٢)

ইউসুফ আলাইহিস সালামের স্থলে জেলখানায় যদি আমি মুহাম্মদ থাকতাম আর আমাকে এতো দীর্ঘকাল জেলের ঘানি টানতে হতো আর এরপর বাদশাহর তরফ থেকে আমার কাছে আহ্বানকারী আসতো তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ জেল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতাম; কিন্তু ইউসুফ আলাইহিস সালামের মাঝে কী পরিমাণ ধৈর্য ও সংযম ছিল যে, তিনি নিজেকে অপবাদ-অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত প্রমাণিত করার আগ পর্যন্ত জেল থেকে বাইরে বেরুতে সম্মত হননি। ওয়াল্লাহু আ‘লাম–আল্লাহই ভালো জানেন।

লক্ষ্য করুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালামের ধৈর্য, আল্লাহনির্ভরতা ও প্রজ্ঞার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং উম্মতের সামনে তাঁকে মহান আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, সেখানে আমাদের সমকালের একজন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ওপর এ অপবাদ আরোপ করছে যে, শয়তান তাঁকে গাফেল করে ফেলেছিল, যার কারণে তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েন এবং গায়রুল্লাহর কাছে হাত পেতে বসেন। আপনি নিজেই চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিন যে, তার কথা কতটুকু সঠিক হতে পারে?

উলামায়ে দেওবন্দের তাহকিক

হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানভি রহ.-এর গভীর অনুসন্ধানলব্ধ তাফসির

আলোচনার এ পর্যায়ে আমরা সমীচিন মনে করছি যে, আলোচিত প্রসঙ্গে উলামায়ে দেওবন্দ-সহ আকাবির মনীষাদের তাফসিরগুলো উপস্থাপন করব। কারণ, মাওলানা সাদ সাহেব বারবার এ কথার স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে, দেওবন্দ ও সাহারানপুরের উলামায়ে কেরামের মাসলাক ও মতাদর্শই আমার মাসলাক ও মতাদর্শ।

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এ আয়াতের তাফসিরে যে কথাটি লিখেছেন, হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ.ও তাঁর তাফসিরগ্রন্থ 'বয়ানুল কুরআন' এর মাঝে হুবহু সেই তাফসির লিখেছেন। হযরত থানভি রহ. তাঁর তাফসিরগ্রন্থের মাঝে পূর্ণ সতর্কতা ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে যাবতীয় তাফসিরের মধ্য হতে স্রেফ তাহকিককৃত, প্রাধান্যশীল ও যোগ্যতর তাফসিরই নকল করেছেন। এর বাইরের তাফসিরের দিকে তিনি মুখ ফিরিয়েও তাকাননি। [বয়ানুল কুরআন]

হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. এ আয়াতের তাফসির ও এ সংক্রান্ত আলোচনার ধারাবাহিকতায় লিখেছেন—

> فائدة : "چونکه اسباب عادية کا استعمال جائز ہے ، اس لئے اس امر میں یوسف علیه السلام پر کوئی شبه نہیں ہوسکتا ، اور یه جو فرمایا فلبث الخ . یه بطور عتاب کے نہیں فرمایا بلکه نسیان پر محض مرتب کرنا اس کا مقصود ہے که وہ جو بھول گیا اس لئے کوئی سامان ان کے نکلنے کا نه ہوا ، خوب سمجھ لو!"
>
> **ফায়েদা :** যেহেতু প্রচলিত আসবাব ব্যবহার করা জায়েয, এজন্যে এ বিষয়ে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সন্দেহ করা যাবে না। কুরআন কারিমে এসেছে, فَلَبِثَ الخ এ বাক্যটি শাস্তি হিসেবে বলা হয়নি; বরং ভুলে যাওয়ার কারণে যে ফলাফল বেরিয়ে এসেছিল, তা বোঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সে যে ভুলে গিয়েছিল, এজন্যে তাঁর জেল থেকে বেরুনোর কোনো পথ খুলেনি। বিষয়টি ভালো করে বুঝে নাও।'

তিনি আরো লিখেছেন,

> اس میں (یعنی یوسف علیه السلام کے اس قصه میں) دلالت ہے که اگر ازالۂ شدائد کے لئے (یعنی مصیبتوں کو دور کرنے مثلا قید سے خلاصی کے لئے) کسی مخلوق سے استعانت کرے، خصوصا جس پر احسان کیا ہو کچھ حرج نہیں ، کیونکه یه اسباب مشروعه میں سے ہے ، اور اس کو احسان کا عوض نه کہا جائے گا ، احسان سے محبت پیدا ہو جائی ہے ، اور محبت سے استعانت گوارہ ہوئی ہے ۔ (بیان القرآن، سوره یوسف پ : ۱۲، ص : ۷۹ ، ۸۱ ، ج ۵)
>
> 'হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের এ ঘটনা থেকে বুঝে আসে, যদি কঠিন বিপদ দূর করার জন্যে (যেমন, জেল থেকে মুক্তি পেতে) কোনো মাখলুকের কাছে কেউ সাহায্য চায়, বিশেষত যার ওপর পূর্বে দয়া করেছে, তাহলে এ ধরনের চাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা এটি শরিয়তসম্মত আসবাবের একটি। এটিকে দয়ার বিনিময় বলাও ঠিক হবে না। দয়ার মাধ্যমে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। আর ভালোবাসা থাকলে সাহায্য চাওয়া স্বাভাবিক।' [বয়ানুল কুরআন, সূরা ইউসুফ, পারা : ১২, পৃষ্ঠা : ৭৯ ও ৮১, খণ্ড : ৫]

হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ. যে কথা লিখেছেন, তার সঙ্গে আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এর কথা হুবহু মিলে যাচ্ছে।

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. ও হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ. এর তাহকিকসমৃদ্ধ তাফসির থেকে পরিষ্কার বুঝে আসে,

১.

প্রচলিত আসবাব/মাধ্যম-ভায়া-উপকরণ অবলম্বন করা বিলকুল জায়েয। এটি নবিসুলভ মর্যাদার পরিপন্থী নয়। এ

নিয়ে কোনো নবির ওপর কোনো ধরনের সন্দেহ ও আপত্তি তোলার সুযোগ নেই ।

২.

আসবাব অবলম্বন করা শরিয়তসম্মত, এই দাবির পক্ষে আল্লামা ইবনে কাসির ও হযরত থানভি রহ. এ ঘটনাকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন ।

৩.

শাখলুকের কাছে এ ধরনের সাহায্য চাওয়া, বিশেষত তার ওপর যদি পূর্বে কোনো দয়া থাকে, বিলকুল জায়েয ও সঠিক । এতে তিল পরিমাণ সমস্যা নেই ।

৪.

এ ঘটনার পর ইউসুফ আলাইহিস সালামের আরো দীর্ঘ সময় জেলে থাকার কারণ এটা নয় যে, তিনি গায়রুল্লাহর কাছে অর্থাৎ ওই কয়েদিকে রেহাইয়ের অনুরোধ জানাতে বলেছিলেন ।

৫.

তাঁর বন্দিত্বের মেয়াদ বেড়ে যাওয়া শাস্তি হিসেবে ছিল না । বরং এটি একটি তাকদিরি বিষয় ছিল । রাজার পানি সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত ওই কর্মচারী নিজ পেশাগত ব্যস্ততার কারণে বাদশার কাছে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার বিষয়টি ভুলে গিয়েছিল । এই তাকদিরি বিষয়ের কারণে তাঁকে আরো কিছু কাল জেলে থাকতে হয়েছিল ।

প্রিয় পাঠক, আপনি এবার মাওলানা সাদ সাহেবের আলোচিত বয়ান ও হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. এর লিখিত তাফসির তুলনা করে দেখুন, এরপর নিজেই সিদ্ধান্ত নিন যে, উভয়টির মাঝে কি সামঞ্জস্য আছে, না বৈপরিত্ব আছে? সাদ সাহেব কি বাস্তবেই উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাকের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, না তিনি সেই মাসলাক থেকে নিজেও বিচ্যুত হয়েছেন এবং উম্মতকেও বিচ্যুত করে চলেছেন?

মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদি রহ.-এর তাহকিক

মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদি রহ. তাঁর রচনাবলির মাঝে সবসময় হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ. এর তাহকিককৃত কথাগুলোর অনুসরণ করতেন । তাঁর অভিমতকেই সর্বশেষ সিদ্ধান্তের মর্যাদা দিতেন । তিনি এ আয়াতের তাফসিরে লিখেছেন—

> "محققین نے کہا ہے کہ اسباب عادی سے کام لینا بالکل جائز ہے ، اس لئے اس بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام پر کوئی شبہ نہیں ہوسکتا ، اور یہ حقیر کہتا ہے کہ یہاں تو جس سے استعانت کی جا رہی وہ سرے سے مومن ہی نہ تھا ، کافر ہی تھا اور استعانت کرنے والے ایک نبی بر حق ہیں ، یہاں سے تقوی میں ان غلو کرنے والے متشددین کی بے حقیقی بالکل واضح ہو جاتی ہے ، جنہوں نے مخلوق سے ہر استعانت کونا جائز بلکہ حرام قرار دیا ہے ، مرشد تھانوی نے فرمایا کہ :
>
> اس میں دلالت ہے کہ اگر ازالۂ شدائد کے لئے کسی مخلوق سے استعانت کرے ، خصوصا جس پر احسان کیا ہو کچھ حرج نہیں ، کیونکہ یہ اسباب مشروعہ میں سے ہیں ، اور اس کو احسان کا عوض نہ کہا جائے گا ، احسان سے محبت پیدا ہو جاتی ہے ، اور محبت سے استعانت گوارہ وتی ہے" (تفسیر ماجدی سورہ یوسف ، ص : ٦١٠ ، ج : ٢)

মুহাককিক উলামায়ে কেরামের বক্তব্য হলো, প্রচলিত স্বাভাবিক আসবাব/মাধ্যম/ভায়া ব্যবহার করা বিলকুল জায়েয । কাজেই এ নিয়ে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ওপর কোনো সন্দেহ করার সুযোগ নেই । এক্ষেত্রে আমি অধম বলব, এ ঘটনায় যিনি সাহায্য চেয়েছেন, তিনি একজন হকপন্থী নবি । আর যার কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছে, সে লোক কাফের । যার মাঝে ঈমানের লেশমাত্রও নেই । এ ঘটনার মাধ্যমে ওই সকল কট্টোর লোকের অসারত্ব প্রমাণিত হয়, যারা তাকওয়ার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করে বলে, মাখলুক থেকে সব ধরনের সাহায্য চাওয়া শুধু না-জায়েযই নয়; বরং হারাম । মুরশিদ থানভি রহ. লিখেছেন,

> "হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের এ ঘটনা থেকে বুঝে আসে, যদি কঠিন বিপদ দূর করার জন্যে (যেমন, জেল থেকে মুক্তি পেতে) কোনো মাখলুকের কাছে কেউ সাহায্য চায়, বিশেষত যার ওপর

পূর্বে দয়া করেছে, তাহলে এ ধরনের চাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা এটি শরিয়তসম্মত আসবাবের একটি। এটিকে দয়ার বিনিময় বলাও ঠিক হবে না। দয়ার মাধ্যমে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। আর ভালোবাসা থাকলে সাহায্য চাওয়া স্বাভাবিক।" [তাফসিরে মাজেদি, সূরা ইউসুফ, পৃষ্ঠা : ৬১০, খণ্ড : ২]

মুফাসসিরে কুরআন মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ.-এর তাহকিক

মুফাসসিরে কুরআন হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি সাহেব রহ. এ আয়াতের তাফসিরে লিখেছেন,

ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی کے لئے اس قیدی سے کہا کہ جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا بھی ذکر کرنا ، کہ وہ بے قصور جیل میں ہیں ، اس سے معلوم ہوا کہ کسی مصیبت سے خلاصی کے لئے کسی شخص کو کوشش کا واسطہ بنانا ، توکل کے خلاف نہیں ۔

'সপ্তম মাসআলা হলো, ইউসুফ আলাইহিস সালাম জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ওই কয়েদিকে বলেছিলেন, যখন বাদশাহর কাছে যাবে তখন আমার কথাও উল্লেখ করবে যে, সেই নিরপরাধ লোকটি জেলে আছে। এথেকে বুঝে আসে, কোনো বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে কোনো মানুষকে প্রচেষ্টার মাধ্যম বানানো তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।' [মাআরিফুল কুরআন, পৃষ্ঠা : ১৫৫, খণ্ড : ৪, সূরা ইউসুফ]

শায়খুল ইসলাম মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি সাহেবের তাহকিক

আমাদের সমকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ, হাদিসের ব্যাখ্যাকার হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি সাহেব এ আয়াতের তাফসিরে যে কথাগুলো লিখেছেন, সেগুলোর সারাংশ এটাই যে, فانساہ الشیطان ذکر ربہ —'শয়তান ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিল' এর সম্পর্ক ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে নয়; বরং ওই কয়েদির সঙ্গে। আমরা হযরতের তাফসিরের শব্দগুলো এখানে তুলে ধরছি–

"حضرت یوسف علیہ السلام نے جس قیدی کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ وہ چھوٹ جائے گا اور واپس جاکر حسب معمول اپنے آقا کو شراب پلائے گا ، اس سے آپ نے یہ بات فرمائی کہ : تم اپنے آقا یعنی بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا کہ ایک شخص بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے ، اس کے معاملہ پر آپ کو توجہ کرنی چاہئے ، مگر جیسا کہ آگے بیان فرمایا گیا ہے، اللہ تعالی کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ شخص بادشاہ سے یہ بات کہنا بھول گیا ، جس کی وجہ سے انہیں کئی سال اور جیل میں رہنا پڑا ۔ (توضیح القرآن سورہ یوسف ، ص : ۵۱۱)

'হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যেই কয়েদির ব্যাপারে বলেছিলেন, সে মুক্তি পাবে এবং ফিরে গিয়ে যথারীতি নিজের মনিবকে পানি পান করাবে, ওই কয়েদিকে তিনি এ কথা বলেছিলেন যে, 'তুমি তোমার মনিব অর্থাৎ বাদশাহর কাছে আমার কথা আলোচনা করবে যে, এক ব্যক্তি বিনা অপরাধে জেলের ভেতরে পড়ে আছে। তার প্রতি আপনার মনোযোগ নিবদ্ধ করা দরকার।' কিন্তু যেমনটি আয়াতের পরবর্তী অংশে এসেছে, আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালা অনুসারে ওই লোক বাদশাহর কাছে সেই কথা বলতে ভুলে গেল। যার ফলে তাঁকে আরো কয়েক বছর জেলে কাটাতে হয়।' [তাওযিহুল কুরআন, সূরা ইউসুফ, পৃষ্ঠা : ৫১১]

বিশ্ববিখ্যাত মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিস আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ.-এর তাফসির

আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, মুফাস্‌সিরে কুরআন, হাদিসের ব্যাখ্যাকার, আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ.ও এই তাফসির লিখেছেন যে, শয়তান ওই পানিবাহক লোকটিকে বাদশাহর কাছে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিষয়টি আলোচনা করার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। যার ফলে তাঁকে আরো কয়েক বছর জেলে কাটাতে হয়। অর্থাৎ শয়তান কর্তৃক ভুলিয়ে দেওয়া ও গাফেল করিয়ে দেওয়ার সম্পর্ক ওই কয়েদির সঙ্গে। এর সঙ্গে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। আমরা খোদ শায়খের লেখা বাক্য ও শব্দ পাঠকদের সামনে মেলে ধরছি—

"وہ قید خانہ سے نکلا ، تو (یوسف علیہ السلام نے اس سے) فرمایا کہ اپنے بادشاہ کی خدمت میں میرا بھی ذکر کرنا ، کہ ایک ایسا شخص بے قصور قید خانہ میں برسوں سے پڑا ہے ، مبالغہ کی ضرورت نہیں ، میری

حالت جو تم نے مشاہدہ کی ہے بلا کم وکاست کہہ دینا ...."

'ওই কয়েদি জেলখানা থেকে ছাড়া পেল। তখন (ইউসুফ আলাইহিস সালাম) বললেন, তোমার বাদশাহর কাছে আমার কথাও উল্লেখ করবে যে, এক ব্যক্তি বিনা অপরাধে জেলের ভেতরে কয়েক বছর ধরে পড়ে আছে। কোনো অতিরঞ্জনের প্রয়োজন নেই। আমার যেই অবস্থা তুমি দেখেছো, হুবহু সেটাই বলবে, বাড়ানো বা কমানোর প্রয়োজন নেই।'

فانساه الشيطان ذكر ربه —'শয়তান মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদির অন্তরে অজস্র চিন্তা-ভাবনা ও কুমন্ত্রণা ঢেলে তাকে এমনভাবে গাফেল বানিয়ে ফেলল যে, তার ওপর দয়াকারী বুযুর্গ ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিষয়টি বাদশাহর সামনে পেশ করার কথা তার মনেই পড়ল না। যার ফলশ্রুতিতে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আরো কয়েক বছর জেলে থাকতে হলো।' [তাফসিরে উসমানি, পৃষ্ঠা : ৩১৯]

আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. উপরিউক্ত আয়াতের যে তাফসির লিখেছেন, তা হযরত থানভি রহ. এর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তবে তিনি তার কথার শেষ দিকে এসে ঘটনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও হিকমত হিসেবে এমন কিছু কথা বলেছেন, যে কথাগুলোর তীব্র খণ্ডন করেছেন মুহাককিক উলামায়ে কেরাম। দুঃখের বিষয় হলো, মাওলানা সাদ সাহেবের তরফদারি করে যেই জবাবি বই লেখা হয়েছে, সেখানে সেই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও হিমকমতের কথাটিকেই তুলে ধরা হয়েছে। জবাবি বইটিতে আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. এর উদ্ধৃতিতে যে কথাগুলো পেশ করা হয়েছে, তা আমি পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি—

'কিন্তু শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. তাঁর তাফসিরের মাঝে দীর্ঘ বন্দিজীবনের কারণ ও হিকমত হিসেবে লিখেছেন,

"প্রতিটি অকল্যাণের মাঝে আল্লাহ তাআলা কল্যাণের কোনো দিক রেখে থাকেন। এখানেও সেই ভুলে যাওয়ার পরিণতি দীর্ঘ বন্দিজীবনের অবয়বে প্রকাশ পায়। হযরত শাহ সাহেবের সূক্ষ্মবিশ্লেষণের উদ্ভাবন অনুসারে এখানে এ সতর্ক করা হয়েছে যে, একজন নবির অন্তর বাহ্যিক উপকরণের ওপর স্থির হওয়া সমীচিন নয়। ইবনে জরির ও বাগাঈ (৪২৮, খণ্ড : ২) প্রমুখ অতীতের কিছু পূর্বসূরি থেকে নকল করেছেন যে, তারা فانساه الشيطان ذكر ربه এর মাঝে ضمير এর مرجع হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের দিকে ফিরবে। কেমনযেন اذكرني عند ربك বলাটা এক ধরনের গাফলতি ছিল, যা ইউসুফ থেকে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি কয়েদিকে বলেছিলেন, তোমার মনিবের কাছে আমার কথা উল্লেখ করবে। অথচ উচিত ছিল, এই বাহ্যিক আশ্রয় ছেড়ে তিনি নিজেই তাঁর রবের কাছে ফরিয়াদ করবেন। সন্দেহ নেই, প্রচণ্ড বিপদাপদের সময় মাখলুকের কাছে বাহ্যিক সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া এবং আসবাব ব্যবহার করা মোটেই হারাম নয়। কিন্তু সৎলোকদের জন্যে যেটা ভালো কাজ, সেটা নৈকট্যশীল বান্দাদের জন্যেও অপরাধ হয়ে থাকে। যেই কাজ সাধারণ মানুষ নির্দ্বিধায় করে ফেলতে পারবে, সেই কাজটাই নবিদের সুউচ্চ মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে এক ধরনের ত্রুটি হিসেবে বিবেচিত হয়। বিপদ ও পরীক্ষার মুহূর্তে নবিদের সুউচ্চ মর্যাদা এ দাবি করে যে, তারা রুখসত তথা ছাড়ের প্রতি দৃষ্টি দেবেন না; বরং আযিমত তথা প্রত্যয়ের পথে চলবেন। যেহেতু ইউসুফ আ. এর اذكرني عند ربك বলাটা আযিমত বা প্রত্যয়ের পরিপন্থী ছিল, এজন্যে এই শাস্তির মাধ্যমে সতর্ক করা হয়েছে যে, আরো কয়েক বছর জেলের ঘানি টানতে হবে। এ কারণেই أنسى শব্দের সম্বন্ধ শয়তানের দিকে করা হয়েছে। [জওয়াবাত : ৮]

স্পষ্টতই প্রমাণিত হচ্ছে যে, শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. এই আয়াতের প্রকৃত তাফসির উপরে বলেছেন। তবে ঘটনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও হিকমত হিসেবে যে কথাটি লিখেছেন, তা আল্লামা ইবনে কাসির রহ. ও হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ. এর তাহকিক ও স্পষ্ট ইবারতের বিলকুল পরিপন্থী। উপরন্তু ইবনে জরির ও বাগাভির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি যেই কথাগুলো লিখেছেন, তা বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা হলে, বিলকুল পরিত্যাজ্য হয়ে পড়ে। এ কারণেই মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম, যথা মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারভি রহ. সহ প্রমুখ তাঁর এই বিশ্লেষণের প্রতিবাদ ও খণ্ডন করেছেন।

ইবনে জরির ও বাগাভি নিজ নিজ তাফসিরগ্রন্থে فانساه الشيطان ذكر ربه এর ضمير এর مرجع হযরত ইউসুফ

আলাইহিস সালাম দাবি করেছেন। যার অর্থ, শয়তান তাঁকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। যার ফলে তিনি গায়রুল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানিয়েছেন। যার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তাঁকে আরো কয়েক বছর জেলে থাকতে হয়েছে। কিন্তু মজবুত দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে এই কথা ও দৃষ্টিভঙ্গি শতভাগ ভুল ও পরিত্যাজ্য।

দ্বিতীয়ত হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ. গভীর গবেষণার পর যেই তাফসির গ্রহণ করেছেন, সেই তাফরিরেরও পরিপন্থী।

তৃতীয়ত আল্লামা ইবনে কাসির রহ. প্রমুখ এই তাফসিরকে পরিত্যাজ্য ও অগ্রহণযোগ্য অভিহিত করেছেন।

মোটকথা, বিস্ময়ের বিষয় হলো, আল্লামা ইবনে কাসির রহ. ও মুহাক্কিক হযরত থানভি রহ. প্রমুখ হযরত কুরআন কারিমের যেই আয়াত ও যেই ঘটনা থেকে উদ্ভাবন করেছেন যে, প্রচলিত স্বাভাবিক আসবাব অবলম্বন করা ব্যক্তির জন্যে জায়েয। এ কাজ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। সেই ঘটনা দিয়েই অন্য হযরতগণ সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে গায়রুল্লাহর কাছে হাত পাতার অপরাধে অভিযুক্ত করছেন। নাউযুবিল্লাহ।

কাজেই প্রকৃত বাস্তবতা হলো, মাওলানা সাদ সাহেবের তরফদারি করে যেই জবাবি বই লেখা হয়েছে, সেখানে যেই উদ্ধৃতিগুলো সংকলন করা হয়েছে, সেগুলো প্রথমত মুহাক্কিক মুফাস্সির ও উলামায়ে দেওবন্দের সুস্পষ্ট অবস্থানের বিলকুল পরিপন্থী। আর ইবনে জরির ও বাগাভির উদ্ধৃতি দিয়ে যে কথাগুলো নকল করা হয়েছে, সেগুলো অগ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যাত। বিষয়টির বিবরণ নিম্নে তুলে ধরছি—

‘কাসাসুল কুরআন’ সংকলন মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারভি রহ.-এর তাহকিক

আমাদের উলামায়ে দেওবন্দের বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁরা কুরআন কারিমে আলোচিত ঘটনাগুলোর ওপর গভীর গবেষণা করেছেন এবং সবসময় পূর্ণ তাহকিকের পর রাজেহ তথা প্রাধান্যশীল যোগ্যতর তাফসিরই গ্রহণ করেছেন। [কাসাসুল কুরআনের ভূমিকা]

দেওবন্দ ও সাহারানপুরের উলামায়ে কেরাম ‘কাসাসুল কুরআন’এর সংকলক মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারভি রহ. এর তাহকিকের ওপর পূর্ণ আস্থাশীল। তিনি ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনার শেষে যেই কথাগুলো লিখেছেন, তা আমাদেরকে পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে পড়তে হবে। মাওলানা সিওহারভি রহ. কথাগুলো লেখার সময় নতুন ও পুরনো সব ধরনের উৎসগ্রন্থ সামনে রেখেছিলেন। তিনি ইবনে জারির ও বাগাভির তাফসিরগ্রন্থাদিও সামনে রেখে সেগুলোর পূর্ণ তাহকিক করেছেন। নিঃসন্দেহে তাঁর সেই তাহকিক সর্বমহলের কাছে বরণীয়। তাঁর সেই তাফসির আল্লামা ইবনে কাসির রহ. ও হযরত থানভি রহ. এর তাফসিরের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

হযরত মাওলানা সিওহারভি রহ. লিখেছেন—

> ‘হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানানোর কাজ সম্পন্ন করেন তখন রাজাকে পানি পান করানোর দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারীর ব্যাপারে বুঝতে পেরেছিলেন যে, সে মুক্তি পেতে যাচ্ছে। এজন্যে তাকে বলেছিলেন, اذكرني عند ربك—‘তোমার বাদশাহর কাছে আমার আলোচনা তুলবে।’ যথারীতি কর্মচারী মুক্তি পেয়ে যায়। পেশাগত ব্যস্ততার কারণে সে ভুলে যায়, জেলের ভেতর কী অঙ্গীকার করেছিল। শয়তান তার মস্তিষ্ক থেকে বিষয়টি বেমালুম ভুলিয়ে দিয়েছিল। এভাবে আরো কয়েক বছর ইউসুফ আলাইহিস সালামকে অন্তরীণ থাকতে হয়।
>
> ঘটনার এই স্থানে সিংহভাগ মুফাসসিরদের তাফসিরের সারাংশ হলো, اذكرني عند ربك বাক্য দ্বারা ইউসুফ আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ছিল বাদশাহকে এ কথা জানানো যে, একজন নিরপরাধ নিষ্কলুষ ব্যক্তিকে এভাবে অপরাধী বানিয়ে কারাগারে ফেলে রাখা হয়েছে। এই তাফসিরের পর মুফাসসিরগণ এই সূক্ষ্ম আলোচনা তুলেছেন যে, যদিও বিপদাপদ ও প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে একজন মানুষ অন্য মানুষের কাছে সহায়তা নিতে পারে। এই সহায়তাগ্রহণ আল্লাহর ভয় ও সত্যের ওপর অবিচল অবস্থানের চেতনার পরিপন্থী নয়। এতদসত্ত্বেও حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ—‘এমন অনেক কাজ আছে, যা সাধারণ নেককারদের জন্যে নেককাজ হলেও আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের জন্যে ভুল কাজ’—এর ভিত্তিতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মত বিশাল ব্যক্তিত্ববানের জন্যে সমীচিন

ছিল না যে, তিনি আল্লাহর ভরসার পাশাপাশি পার্থিব উপকরণের ওপরও ভরসা করবেন এবং বাদশাহর কাছে তাঁর ওপর চলমান নির্যাতনের প্রতিকার চাইবেন। যার কারণে আল্লাহ ফয়সালা করেন, তাঁকে আরো কয়েক বছর জেলখানায় রাখবেন। শয়তান ওই রাজকর্মচারীকে এমনভাবে ভুলিয়ে দিল যে, লোকটি ইউসুফ আলাইহিস সালামের আলোচনার তোলার সুযোগই পেল না।

ইবনে জারির ও বাগাঈ অতীতের কয়েকজন মুফাসসির থেকে নকল করেছেন যে, فانساه الشيطان ذكر ربه —'শয়তান ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিল।' এ বাক্যের মাঝে যমিরের মারজা' হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের দিকে। তারা মনে করে, শয়তান ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। যার কারণে তিনি ভেবেছিলেন, বাদশাহর সহায়তা লাভের জন্যে রাজকর্মচারীকে বলা সমীচিন হবে। কিন্তু ইবনে কাসির রহ. এই তাফসিরের তীব্র খণ্ডন করেছেন। তিনি এই তাফসিরকে নির্জলা ভুল প্রমাণিত করেছেন। আমরা আপনাদের সামনে তাওরাত থেকে কয়েক লাইন কথা তুলে ধরছি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সেই তাওরাতের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করেই এই তাফসির উদ্ভাবিত হয়েছে।

এই তাফসিরের বিপরীতে কিছু মুফাসসির বলেন, এই বাক্যের ব্যাখ্যা হলো, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছেন, বাদশাহর সামনে আমার কথা আলোচনা করবে যে, এক ব্যক্তি আমাদেরকে এভাবে দ্বীনে হকের কথা বলে থাকেন। তিনি বলে থাকেন, আমাদের মিল্লাত আর তাঁর মিল্লাত এক নয়। এর স্বপক্ষে তিনি উত্তম দলিল দিয়েছেন।

এই তাফসিরের শুদ্ধতার পক্ষে তারা এই আলামত পেশ করেন যে, এই ঘটনার ব্যাপারে কুরআন কারিমের মাঝে ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও ওই দুই রাজকর্মচারীর মাঝখানে শুধু দুটি কথা নিয়ে আলাপচারিতার বিবরণ এসেছে। একটি হলো ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগ। অপরটি হলো, স্বপ্ন ও এর ব্যাখ্যা। তৃতীয় কোনো কথার দিকে সামান্যতম ইঙ্গিতও করা হয়নি। অর্থাৎ আকারে-ইঙ্গিতে বা ইনিয়ে-বিনিয়েও এই তথ্য পাওয়া যায় না যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ওই দু' ব্যক্তির মধ্য হতে কোনো একজনের সামনে নিজের অতীত বৃত্তান্ত বয়ান করেছেন এবং সেদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাহলে বলুন, অতীতে আলোচনা না তুলেই এভাবে اذكرني عند ربك বাক্যের মাঝে অস্পষ্টতা কেন রাখা হয়েছে?

আরেকটি বড় প্রমাণ হলো, যদি সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালামের মাঝে কারাগার থেকে বাইরে বেরুনোর এতোটাই স্পৃহা ও তীব্র ইচ্ছা থাকতো তাহলে বলুন, যখন ওই রাজকর্মচারীর অতীত মনে পড়ে এবং বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা তিনি জানিয়ে দেন তখন তো বাদশাহ তাঁর মুক্তির নির্দেশ জানিয়ে ছিলেন। তখন কেন তিনি তৎক্ষণাৎ বাইরে বেরিয়ে আসেননি? তিনি কেন সর্বাগ্রে অপরাধ তদন্তের দাবি জানালেন? এই তদন্তের দাবি তো তিনি কারাগারের বাইরে এসেও জানাতে পারতেন। মুক্ত জীবনে এসেই তিনি নিজের নিস্কলুষতা ও নিরাপরাধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। আমরা যদি আয়াতের ধারাবাহিকতা ও পারস্পরিক যোগসূত্র সামনে রাখি তাহলে নির্ঘাত এই তাফসিরই প্রাধান্য পাবে। [কাসাসুল কুরআন, পৃষ্ঠা : ৩০৪, খণ্ড : ১]

মাওলানা যাইনুল আবিদিন সাহেবের তাহকিক

হযরত মাওলানা যাইনুল আবিদিন রহ. 'কাসাসুল কুরআন' নামে খুবই সংক্ষিপ্ত; কিন্তু সবধরনের তথ্যবহুল, তাহকিকসমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ উলামায়ে দেওবন্দের তত্ত্বাবধানে সংকলন করেছেন। বিষয়টি তিনি বইয়ের ভূমিকায় স্পষ্টাকারে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনিও তাহকিক-গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শয়তান ভুলিয়ে দিয়েছিল ওই রাজকর্মচারীকে। ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে এর কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতা নেই। মাওলানা লিখেছেন—

> 'ইউসুফ আলাইহিস সালাম মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদিকে বলেছিলেন, যখন তুমি বাদশাহর কাছে পৌঁছুবে তখন তাকে আমার শিক্ষা ও তাবলীগের বিষয়ে আলোচনা করবে। কিন্তু লোকটি নিজ পেশাগত ব্যস্ততার

কারণে বিলকুল ভুলে যায় ।' [কাসাসুল কুরআন : ১৬২]

বর্তমান সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানি সাহেবের তাহকিক

এ যুগের বিদগ্ধ মুহাক্কিক, কুরআন কারিমের গভীর বিশ্লেষক, দারুল উলূম দেওবন্দের কৃতিসন্তান হযরত মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি। যিনি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লাখনৌয়ের পরিচালক হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রাবে' হাসানি নদভি সাহেবের খলিফা। তিনি 'আসান তাফসির' নামে একটি তাফসিরগ্রন্থ সংকলন করেছেন। উলামায়ে দেওবন্দ তাফসিরগ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং গ্রন্থটির ওপর আস্থা প্রকাশ করেছেন। সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালামের এই ঘটনা সম্পর্কে তিনি তাঁর তাফসিরগ্রন্থে লিখেছেন—

> 'সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেন, মিসরের শাসকের কাছে আমার আলোচনাও তুলবে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, এতে মুক্তির সিদ্ধান্তও হয়ে যাবে। কিন্তু এমনটাই ঘটে থাকে যে, মানুষ যখন কোনো বিপদ থেকে মুক্তি পায় তখন সে তার দুঃসময়ের সাথীদের কথা ভুলে যায়। এখানেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। শয়তানে তাকে ভুলিয়ে দিল। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আরো কিছু কাল কারাবন্দি থাকতে হলো।
>
> কিছু তাফসিরকারকের অভিমত হলো, فانساه الشيطان ذكر ربه বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শয়তান ইউসুফ আলাইহিস সালামকে এ কথা ভুলিয়ে দিল যে, তিনি তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করবেন। এই সচেতনতার পরিবর্তে তিনি ওই কয়েদিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপকে যথেষ্ট মনে করেছিলেন। এ ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. এর একটি বর্ণনা নকল করা হয়ে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হায়! হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যদি মিসরের শাসককে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কথা না বলতেন! তাহলে তাঁর কারাবরণের মেয়াদ আরো দীর্ঘ হতো না।
>
> কিন্তু সহিহ তাফসির হলো সেটাই, যা সামনে রেখে আমরা আয়াতের অনুবাদ করেছি যে, রাজকর্মচারী মিসরের শাসকের কাছে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার ভুলে গেল। এই তাফসির হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতি রাখে। যদি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হতেন তাহলে কীকরে তিনি জেলের ভেতরে জেলের সঙ্গীদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন?
>
> বাকি রইল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. এর বর্ণনা, এটি মারাত্মক দুর্বল। এর সনদে সুফয়ান ইবনে যকি রয়েছে। যে দুর্বল রাভি। ইবরাহিম ইবনে ইয়াযিদ নামের আরেকজন রাভি আছে, সে তার থেকেও বেশি দুর্বল। এ কারণে আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এ বর্ণনাকে দুর্বল অভিহিত করে বলেছেন, وَهٰذَا الْحَدِيْثُ ضَعِيْفٌ جِدًّا. [ইবনে কাসির : ৮৩/২]
>
> বরং অনেক মুফাসসির এই ঘটনা উপস্থাপন করে এ কথার স্বপক্ষে দলিল দেন যে, বান্দার দায়িত্ব হলো, আল্লাহর ওপর ইয়াকিনের পাশাপাশি যাহেরি আসবাব বা বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করা। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে, মুক্তি কেবল আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাতেই হবে। কিন্তু যাহেরি আসবাব হিসেবে তিনি ওই রাজকর্মচারীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও তাগাদা দিয়েছিলেন। [আসান তাফসির, সূরা ইউসুফ, পারা : ১২, পৃষ্ঠা : ৭০৩, খণ্ড : ১। রচনায়, মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানি]

মাওলানা সাইয়্যেদ সালমান নদভি সাহেবের তাহকিক

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লাখনৌর স্বনামধন্য উসতাযুল হাদিস (প্রতিষ্ঠানটির দাওয়াহ অনুষদের পরিচালক) হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ সালমান হুসাইনি নদভি দামাত বারাকাতুহুমও তাহকিক ও গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের আলোচিত ঘটনায় শয়তানের ভুলিয়ে দেওয়া ও গাফেল করিয়ে দেওয়ার সম্পর্ক পানি সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত ওই রাজকর্মচারীর সঙ্গে। হযরত

ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে এর সংশ্লিষ্টতা নেই। তিনি তাঁর তাফসিরগ্রন্থ 'আখেরি ওয়াহি' এর মাঝে লিখেছেন—

> 'দু'জনের মধ্য হতে যেই কর্মচারীর ব্যাপারে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, সে ছাড়া পাবে তাকে তিনি বলেন, তোমার মনিবের সামনে আমার কথা আলোচনা কোরো।... কিন্তু শয়তান লোকটিকে তার মনিবের কাছে তাঁর আলোচনা তোলার কথা ভুলিয়ে দিল। এ ঘটনার পর তিনি আরো কয়েক বছর জেলে থাকেন।' [আখেরি ওয়াহি, সূরা ইউসুফ, পৃষ্ঠা : ৪৬৬]

মাওলানা সাইয়্যেদ বিলাল হাসানি নদভি সাহেবের তাহকিক

হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ বিলাল আবদুল হাই হাসানি নদভি। মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব নিজেও তাঁর কুরআনের তরজমা ও সংশ্লিষ্ট টীকা-টিপ্পনীর ভক্ত। তিনি এর প্রশংসা করেছেন এবং অন্যদেরকে পড়তে উৎসাহ দিয়েছেন। সেই বিলাল নদভিও তাঁর টীকার মাঝে হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. এর তাফসির ও মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারভি রহ. এর তাহকিক অনুসরণ করে এ কথাই লিখেছেন যে, শয়তানের ভুলিয়ে দেওয়ার সম্পর্ক ওই রাজকর্মচারীর সঙ্গে। ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে নয়। অর্থাৎ শয়তান পানি পরিবেশনকারী রাজকর্মচারীকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। তিনি লিখেছেন—

> '.... এরপর লোকটি বাদশাহর সঙ্গী হয়ে গেল। ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাকে বলেছিলেন, 'আমার আলোচনা তার কাছে তোলো।' কিন্তু শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিল। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের আরো কিছু বছর জেলে থাকতে হলো। এরপর যখন বাদশাহ স্বপ্ন দেখল তখন ওই লোকটির হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা মনে পড়ল।' [সূরা ইউসুফ : ৪১]

দ্বিতীয় তাফসির নিরেট ইসরাঈলি রেওয়ায়েত প্রসূত, মাওলানা আসির আদরাবি সাহেবের তাহকিক

মাওলানা আসির আদরাবি। যাঁর পাণ্ডিত্বপূর্ণ রচনাবলির সুখ্যাতি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ রচনা 'তাফসির মেঁ ইসরাঈলি রেওয়ায়েত' গ্রন্থে সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালামের এই ঘটনা সম্পর্কে অসাধারণ আলোচনা করেছেন। দীর্ঘ গবেষণার ফসল সেই আলোচনা শুনলে আপনিও বিস্মিত হবেন। তাঁর সেই লেখা নিঃসন্দেহে আল্লামা ইবনে কাসির রহ. ও অন্যান্য মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম, বিশেষত আকাবিরে দেওবন্দ ও নদওয়ার যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব করে। মাওলানা আদরাবি সাহেব লিখেছেন,

> 'ঘটনাটি সম্পর্কে কুরআন কারিমে এ বাক্য এসেছে,
>
> অর্থাৎ যেই কয়েদির আশু মুক্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়েছিল ওই লোকটিকে ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেন, তোমার মনিবের সামনে আমার আলোচনাও তুলবে; কিন্তু শয়তান তাকে বিষয়টি ভুলিয়ে দেয়। তার পক্ষে তখন বাদশাহর সামনে এ আলোচনা তোলা সম্ভব হয়নি। যার কারণে তাঁকে আরো কয়েক বছর জেলে কাটাতে হয়েছিল।
>
> কুরআন কারিম ঘটনার ধারাবাহিকতায় এ কথাও উল্লেখ করেছিল যে, এ লোক শিগগিরি কারাগার থেকে মুক্তি পাবে। ইউসুফ আলাইহিস সালাম লোকটিকে বলেন, যখন তুমি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে রাজদরবারে যাবে তখন বাদশাহকে জানাবে যে, একজন নিরপরাধ লোক জেলের ঘানি টানছে। হতে পারে, তখন আমি নিজেও মুক্তি পাব। ঘটনাক্রমে লোকটি বাদশাহর কাছে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার কথা ভুলে যায়। যার ফলে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আরো কয়েক বছর অন্তরীণ থাকতে হয়েছিল। কুরআন কারিমের এই বিবরণ খুবই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। কোথাও কোনো জটিলতা নেই।
>
> কিছু মুফাসসির এ বিষয়ে যেই বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেছেন, সেগুলো দিয়ে তারা এমন কিছু শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করেছেন, যেই শূন্যতা তারা এই ঘটনার মাঝে নিজ কল্পনায় তৈরি করেছেন। দুঃখের বিষয় হলো, এই বর্ণনাগুলোর কারণে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ওপর একটি নতুন ধারার অভিযোগ উড়ে এসে চেপে বসে। অথচ কুরআন কারিম কখনই এমনটা চায়নি। কুরআন কারিম খুবই পরিষ্কার ও স্বচ্ছ ভাষায় ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করেছে। অথচ ওই বানোয়াট বর্ণনা আবিষ্কারকারীরা

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে গায়রুল্লাহর কাছে হাত পাতার অপরাধের কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে। এ ধরনের বর্ণনাগুলোর একমাত্র উৎস ইসরাঈলি রিওয়ায়াত।

এ ধরনের একটি বর্ণনায় এসেছে, মালিক ইবনে দিনার রহ. বলেন, যখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর কারাসঙ্গীকে বলেন, তোমার মনিবের কাছে আমার আলোচনাও তুলবে। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাছে ওয়াহি আসে, إتخذت من دوني وكيلا—'তুমি আমাকে ছেড়ে দ্বিতীয় আরেকজনকে কর্মসম্পন্নকারী ও সার্বভৌম ক্ষমতাধর বানালে!' আমি তোমার বন্দিত্বের মেয়াদ অবশ্যই বাড়িয়ে দেব।' এ কথা শুনে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, 'ইয়া মহান রব, বিপদের আধিক্য আমার অন্তরে গাফলতি ঢেলে দিয়েছে। যার ফলে আমি এমন কথা বলে ফেলেছি। আগামীতে আর কখনই এমন বলব না।"

হাসান বসরি রহ. এর সূত্রে এক বর্ণনায় এসেছে, যখন জিবরিল আলাইহিস সালাম হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাছে জেলখানায় আসেন তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম জিবরিল আলাইহিস সালামকে চিনতে সক্ষম হন। বলেন, يا أخا المنذرين আমি আজ আপনাকে অপরাধীদের মাঝে দেখতে পাচ্ছি।

উত্তরে জিবরিল আলাইহিস সালাম বলেন, এমনটি বলবেন না। আপনি নিজেও পবিত্র। আপনার পূর্বসূরীরাও পবিত্র ছিলেন। মহান রব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আপনার কারণে আমি লজ্জা পেয়েছি। আপনি মানুষদেরকে দিয়ে সুপারিশ করিয়েছেন। কাজেই আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম, আমি আপনাকে অবশ্যই আরো কিছু বছর জেলে রাখব। বর্ণনার মাঝে ঠিক এ বাক্য এসেছে, فعزتي وجلالي لأليثنك في السجن بضع سنين। তখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেন, এই শাস্তি কার্যকর করার পর কি তিনি আমার ওপর সন্তুষ্ট হবেন? জিবরিল আলাইহিস সালাম বলেন, হ্যাঁ। ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেন, তাহলে আমার আর কোনো পরোয়া নেই।

কা'ব আহবারের বর্ণনায় এসেছে যে, জিবরিল আলাইহিস সালাম হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ইউসুফ আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করো, তোমাকে কে সৃষ্টি করেছে?

-'আল্লাহ'।

আল্লাহ তাআলা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তোমাকে তোমার পিতার কাছে প্রিয় বানিয়েছে'?

জবাব দিলেন, 'আল্লাহ'।

আল্লাহ তাআলা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তোমাকে কুঁয়োর বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন'?

উত্তর দিলেন, 'আল্লাহ'।

আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন'?

জবাব দিলেন, 'আল্লাহ'।

আবার প্রশ্ন, 'কে তোমাকে ব্যভিচার থেকে বাঁচিয়েছে'?

বললেন, 'আল্লাহ'।

তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, 'তুমি তোমার নিজের মত একজন মানুষের মাধ্যমে কেন জেল থেকে নিষ্কৃতির সুপারিশ করালে? এ কারণে তোমাকে আরো কিছু বছর জেলে থাকতে হবে।

সন্দেহ নেই, এ জাতীয় বর্ণনাগুলোর উৎস হলো আহলে কিতাবদের উর্বর উদ্ভাবন। যা তাদের লোকমুখে বহুলচর্চিত ছিল। এ বর্ণনাগুলো শুনলে মনে হবে, আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে এজন্যে শাস্তি দিয়েছিলেন যে, তিনি গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। অথচ এমন কথা পুরো কুরআনের কোথাও প্রমাণিত হয় না। কীভাবে হবে! এমন অপরাধ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম থেকে কখনই ঘটেনি। এ কথা সুস্পষ্ট যে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম এ পৃথিবীর মানুষ ছিলেন। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে মানুষকে অবশ্যই আসবাবের শরণাপন্ন হতে হয়। এই আসবাব/উপকরণ ব্যবহার করা পৃথিবীর স্বাভাবিক সংস্কৃতি।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজেকে আরোপিত অবাস্তব অপবাদ থেকে মুক্ত রাখার জন্যে আসবাবের শরণাপন্ন হবেন, এটাই স্বাভাবিক। এখানে কীভাবে তাওয়াক্কুলের লংঘন হচ্ছে!

নবীদের জীবনে পরীক্ষা-বিপদাপদ নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। কিন্তু এগুলো কখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি নয়। বরং এই পরীক্ষা ও বিপদাপদের কারণে তাঁদের মর্যাদা উঁচু হতে থাকে। এগুলোর কল্যাণে আল্লাহর দরবারে তাঁরা আরো বেশি নৈকট্য পেয়ে থাকেন। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত রয়েছে যে,

أَشَدُّ النَّاسِ بَلاَءً الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الأَمْثَلُ، فَالأَمْثَلُ.

'বিপদাপদে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হন নবি-রাসূলগণ। এরপরের স্তরগুলোতে অন্যরা আসেন তাঁদের সঙ্গে সামাঞ্জস্যতার ভিত্তিতে।'

ইউসুফ আলাইহিস সালামের এ ঘটনা সম্পর্কে ইবনে জরির রহ. একটি মারফু' হাদিসও বর্ণনা করেছেন,

حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عمرو بن محمد بن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس مرفوعا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يقل يعنى يوسف الكلمة التى قال لما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله.

'নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি ইউসুফ আলাইহিস সালাম ওই কথাটি না বলতেন তাহলে তাঁকে এত দীর্ঘকাল জেলে কাটাতে হতো না। অনেক আগেই মুক্তি পেয়ে যেতেন।'

হাদিসটি যদি বাস্তবেই সহিহ হতো তাহলে ইসরাঈলি রেওয়ায়েত বর্ণনাকারীরা এটিকে তাদের সনদ ও দলিল বানাতে পারতো। কিন্তু বাস্তবতা হলো, হাদিসটি নেহায়েত যঈফ। এমন যঈফ হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করার সুযোগ নেই। হাফেয ইবনে কাসির রহ. হাদিসটি সম্পর্কে লিখেছেন, هذا الحديث ضعيف جدا। এ বর্ণনার একজন রাভি হচ্ছেন সুফয়ান ইবনে ওয়াকি'। যে দুর্বল রাভি। এ সনদে ইবরাহিম ইবনে ইয়াযিদ নামে আরেকজন রাভি আছে। সে তারচেয়েও অধিক দুর্বল রাভি। বর্ণনাটি হাসান ও কতাদাহ রহ. থেকে মুরসাল। আর এ জাতীয় ক্ষেত্রে মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা এ কথা অস্বীকার করছি না যে, কিছু কিছু ফকিহ মুরসাল রেওয়ায়েত গ্রহণ করে থাকেন; কিন্তু তা এ জাতীয় ক্ষেত্রে নয় যে, এর কারণে কোনো নবির মর্যাদার অবমাননা হবে অথবা তাঁদের ওপর কোনো অভিযোগ আরোপিত হবে। এ জাতীয় ক্ষেত্রে কোনো ফকিহ-ই মুরসাল রেওয়ায়েতকে প্রমাণযোগ্য মনে করেন না। কাজেই এ বর্ণনা অকাট্যভাবে উপেক্ষিত হবে। [তাফসির মেঁ ইসরাইলি রেওয়ায়েত : ২১৬-২২০]

ইসরাঈলি রেওয়ায়েত নকলকালে প্রচুর সতর্কতা অপরিহার্য

ইউসুফ আলাইহিস সালামের এই ঘটনা সম্পর্কে যতগুলো ঘটনা বর্ণনা রয়েছে, তার অধিকাংশ বর্ণনাই ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকেও বর্ণিত। যিনি প্রচুর ইসরাঈলি বর্ণনা নকল করে থাকেন। তাঁর সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহ লিখেছেন—

'প্রচুর ইসরাঈলি বর্ণনা নকলকারী আরেক বুযুর্গের নাম ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ।... হাফেয যাহাভি রহ. লিখেছেন, "ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী মানুষ। তবে ইসরাঈলি বই-পুস্তক থেকে তিনি দেদারছে বর্ণনা করে থাকেন।... অতীতকালের যেসব ঘটনা ও ভবিষ্যতের যেসব সংবাদ তিনি কোনো উদ্ধৃতি ছাড়া বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর সিংহভাগই ইসরাঈলি রেওয়ায়াত। এগুলোর ব্যাপারে শরিয়ত আমাদের নির্দেশ করেছে যে, আমরা যেমন সেগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করব না, তদ্রূপ মিথ্যা দাবি করতেও যাব না।"

কা'ব আল-আহবার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ দুজনই তাবেঈ ছিলেন। সর্বাধিক ইসরাঈলি বর্ণনা এ দু'জন থেকেই বর্ণিত।

এ কথা চূড়ান্ত যে, কা'ব আল-আহবারের সিংহভাগ বর্ণনা ইসরাঈলি রিওয়ায়াত। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত বাইরের দলিল-দস্তাবেজের মাধ্যমে সেগুলোর সত্যায়ন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলোর ওপর

ভরসা করা যাবে না। [উলুমুল কুরআন : ৩৪৯-৩৫১]

মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম ও সতর্ক মুহাদ্দিসগণ এ জাতীয় বর্ণনা বয়ান করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করে থাকেন। ইমাম মালেক রহ. ও অন্য হযরতগণ এ জাতীয় শত শত রেওয়ায়াত পরিত্যাগ করেছেন। তাঁরা যেকোনো ইসরাঈলি রেওয়ায়াত বর্ণনার সময় চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থে এসেছে,

وقد كان مالك يترك أحاديث كثيرة لكونها لا يؤخذ بها ولم يتركها غيره .... قال الخطيب ويجتنب ايضا في روايته للعوام أحاديث الرخص وما شجر بين الصحابة والإسرائيليات . (فتح الملهم ص : ٣٤١ ، ج : ١)

আবু দাউদ শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ বযলুল মাজহুদে এসেছে,

এমনকি শাস্ত্রের এমন সূক্ষ্ম বিষয়াদি, যা সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝাবুঝিতে ফেলতে পারে; অর্থহীন তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়ায় লিপ্ত করতে পারে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বিষয়গুলো সহিহ হলেও বলে বেড়াতে নিষেধ করেছেন। সেমতে বুখারি শরিফের একটি বর্ণনায় এসেছে, نهى عن الأغلوطات। আবু দাউদ শরিফের বর্ণনায় এসেছে, نهى عن الغلوطات। [আবু দাউদ, বযলুল মাজহুদ, পৃষ্ঠা : ৩৩৬, খণ্ড : ৪]

এ হাদিসের ব্যাখ্যা হলো, এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা কোরো না বা এমন প্রশ্ন তোলো না, যার কারণে মানুষ ভুল বুঝাবুঝির শিকার হতে পারে। যদিও বিষয়টি সঠিক। এখন বলুন, এমন বিষয়টি যদি যঈফ ও মারদুদ বা প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে সে বিষয় জনগণের সামনে বলার কোনো অনুমতি কি থাকতে পারে?!

হযরত মোল্লা আলি কারি রহ. এ হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন—

أي عن سوال المسائل التى يغالط بها العلماء لإشكال فيها لما فيها من إيذاء المسئول وإظهار فضل السائل، قال في الأشهار النهى للتحريم إذا كان إبتداء لأنه سبب الإيذاء والإيذاء حرام وتبهج للفتنة والعداوة ، وفيه إظهار فضل النفس ونقص الغير. (مرقات ص : ٤٥٩ ، ج : ١)

এমন বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে নিষেধ করা হয়েছে, যেগুলোর কারণে জ্ঞানীমহলে ভুলবুঝাবুঝি সৃষ্টি হবে সেগুলোর মাঝে জটিলতা থাকার কারণে। কারণ হলো, এ জাতীয় প্রশ্নগুলো সাধারণত প্রশ্নকারীর বড়ত্ব জাহির করা এবং যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, তাকে ছোট করার মানসিকতা নিয়ে ছোড়া হয়ে থাকে। আশহার গ্রন্থে আছে, এই নিষিদ্ধ কাজটি তখন হারাম হবে যখন সেটি সূচনামূলক হবে। কেননা এ কাজ অন্যকে কষ্টপ্রদানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর কষ্ট দেওয়া হারাম। দ্বিতীয়ত, এ ধরনের কাজ ফিতনা ও পারস্পরিক বৈরীতা সৃষ্টি করে থাকে। তৃতীয়ত, এ ধরনের কাজ নিজের শ্রেষ্ঠত্বের জানান দিতে ও অন্যকে ছোট করার মানসিকতা থেকেই করা হয়ে থাকে।'

আল্লামা মুনাভি রহ. এ হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন—

أي ما يغالط به العالم من المسائل المشكلة لتشويش فكره ..... (فيض القدير شرح الجامع الصغير ص : ٣٩١ ، ج : ٦)

ইমাম আওযাঈ রহ. বলেন—

قال الأوزاعي إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط . (فيض القدير شرح الجامع الصغير ص : ٣٩١ ، ج : ٦)

আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ইলমের বরকত থেকে বঞ্চিত করতে চান তখন তিনি তার মুখে এই উগলুতা জাতীয় আলোচনা ঢেলে দেন।' [ফাতহুল কাদির শরহুল জামিইস সগির, পৃষ্ঠা : ৩৯১, খণ্ড : ৬]

গবেষক উলামা ও মুফাসসিরদের বক্তব্যের সারাংশ

এতক্ষণ আমরা মুতাকাদ্দিমিন ও মুতাআখখিরিন অর্থাৎ প্রাচীন যুগের ও পরবর্তী সময়ের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম এবং দারুল উলূম দেওবন্দ ও নদওয়াতুল উলামা লাখনৌয়ের উলামায়ে কেরামের গভীর গবেষণা ও তাহকিকপ্রসূত আলোচনা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। সেই বিস্তৃত আলোচনা থেকে যে বিষয়গুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট হচ্ছে, তা হলো,

১.

আলোচিত ঘটনার কোনো মুহূর্তেই সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হননি

এবং শয়তান কখনই তাঁকে ভোলাতে সক্ষম হয়নি ।

২.

শয়তান কর্তৃক ভুলিয়ে দেওয়া ও গাফেল বানিয়ে দেওয়ার কাজটি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের দিকে জুড়ে দেওয়া আদৌ সঠিক নয় । বরং শয়তান ওই রাজকর্মচারীর কাছে গিয়েছিল, যেই কর্মচারী জেল থেকে মুক্তি পেয়ে রাজদরবারে ফিরে যেতে সমর্থ হয়েছিল । শয়তান ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিষয়টি বাদশাহর কাছে উপস্থাপন করার অঙ্গীকার ভুলিয়ে দিয়েছিল ।

৩.

হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারভি ও কাযি যাইনুল আবিদিন সাহেব রহ. এর তাহকিক অনুসারে اذكرني عند ربك —'বাদশার কাছে আমার আলোচনা করবে' এর সঠিক ব্যাখ্যা হলো, আমার তাওহিদের আকিদা, দ্বীনের দাওয়াত এবং চারিত্রিক ও আচরণিক পরিশুদ্ধতার বিষয়টি বাদশাহর সামনে পেশ করবে ।

৪.

উপরের সকল মুহাক্কিক আলেমে দ্বীনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো, শয়তানের ভুলিয়ে দেওয়ার কাজটি যেহেতু ওই রাজকর্মচারীর সঙ্গে ঘটেছে, এর সঙ্গে ইউসুফ আলাইহিস সালামের সংশ্লিষ্টতা নেই, কাজেই ইউসুফ আলাইহিস সালামের পরবর্তীকালে আরো কয়েক বছর জেলে থাকার দুঃখজনক ঘটনা ওই রাজকর্মচারীর ভুলে যাওয়ার কারণে ঘটেছে । এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি হিসেবে ঘটেনি । বিষয়টি হযরত থানভি রহ. 'বয়ানুল কুরআন' এর মাঝে খোলাসা করেছেন ।

৫.

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানভি রহ. মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারভি রহ. মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদি রহ. মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানি, মাওলানা সাইয়্যেদ বিলাল হাসানি প্রমুখের তাহকিক ও গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত হলো, ইউসুফ আলাইহিস সালাম কর্তৃক রাজকর্মচারীকে বাদশাহর কাছে আলোচনা তোলার অনুরোধ কখনই নবুওয়াতের পদমর্যাদার পরিপন্থী নয় এবং এটি তাওয়াক্কুলের সুউচ্চ অবস্থানের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক নয়; বরং তাঁর সেই কর্মপন্থা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখার পাশাপাশি প্রচলিত স্বাভাবিক আসবাব অবলম্বন করা সবিশেষ দ্বীনদার লোকদের জন্যে অনুচিত নয় । এটি তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থীও নয় । এ কারণেই দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ক্ষেত্রগুলোতে প্রায়সময় আসবাব এক্তিয়ার করেছেন । কাজেই নিরেট আসবাব হিসেবে গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই প্রমাণিত । কাজেই ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাজটিকে যদি তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী দাবি করেন তাহলে এ অভিযোগ খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরও বর্তায়!

গায়রুল্লাহর কাছে উপকরণের সাহায্য চাওয়াটা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়

কারণটা খুলে বলছি । নিরেট মাধ্যম বা আসবাব হিসেবে গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়ার নামান্তর । এ কারণে এ কাজটি যুগে যুগে নবি-রাসূলদের কাছ থেকে প্রকাশ পেয়েছে । আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. সূরা ফাতেহার মাঝে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর তাফসির করে লিখেছেন,

> 'إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ' এই পবিত্র আয়াত থেকে বুঝে আসে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা মৌলিকভাবে জায়েয নয় । হ্যাঁ, যদি কোনো মাকবুল বান্দা স্রেফ আল্লাহর রহমতের মাধ্যম হিসেবে, অস্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা মেনে কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাহলে তা জায়েয । কারণ, এভাবে সাহায্য প্রার্থনা করা মূলত আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা । [তাফসিরে উসমানি, সূরা ফাতেহা, পৃষ্ঠা : ২]

ফায়েদা : খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাদি. থেকে এ ধরনের সাহায্য প্রার্থনার ঘটনা ঘটেছে, যেখানে প্রার্থনা করা বা উপকার-অপকার করাটা রূপক অর্থে বান্দার দিকে ফিরেছে । নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি নজির দিচ্ছি—

১.

বুখারি ও মুসলিম শরিফে হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদি. এর একটি বর্ণনা আছে। তিনি তখন ভীষণ অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে দেখতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাড়িতে এলেন। ওই সময় হযরত সাদ রাদি.-এর মুখ থেকে কিছু হতাশাব্যঞ্জক কথা বেরিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁকে সুসংবাদ জানিয়ে বলেন—

لعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام و يضر بك آخرون

সম্ভবত তুমি আরো হায়াত পাবে। তখন অনেক জাতি তোমার মাধ্যমে উপকৃত হবে। আর অন্যরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। [বুখারি শরিফ, কিতাবুল জানাইয, মুসলিম শরিফ, বাবুল অসিয়্যাহ বিস সুলুস, হাদিস : ৪১৮৫, ফাতহুল মুলহিম, পৃষ্ঠা : ৯৪, খণ্ড : ৮]

২.

মুসলিম শরিফের কিতাবুল ঈমানে হযরত উবাদাহ ইবনুস সমেত রাদি. এর সূত্রে একটি হাদিস বর্ণিত রয়েছে। সেখানে এসেছে, হযরত উবাদা ইবনুস সমেত রাদি. যখন জীবনের অন্তিম মুহূর্তে শয্যাশায়িত, তখন তাঁর শুশ্রুষার জন্যে হযরত সুনাবেহি রাদি. হাজির হন। উবাদা রাদি.-কে শয্যাশায়িত দেখে তিনি কেঁদে ফেলেন। তাঁর চোখে অশ্রু দেখে উবাদা রাদি. জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কাঁদছেন কেন? (কিয়ামতদিবসে) যদি সুপারিশ বা সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ পাই তাহলে আমি আপনার জন্যে সুপারিশ করব। আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেব। যদি আপনাকে উপকার করার কোনো সুযোগ পাই তাহলে অবশ্যই আমি আপনার উপকার করব। বর্ণনার শব্দগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন—

عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَهْلاً لِمَ تَبْكِي؟ فَوَاللَّهِ لَئِنِ اسْتُشْهِدْتُ لأَشْهَدَنَّكَ، وَلَئِنْ شُفِّعْتُ لأَشْفَعَنَّ لَكَ، وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لأَنْفَعَنَّكَ. (مسلم شريف ، كتاب الإيمان حديث : ١٤١ ، فتح الملهم ص : ٥٣٩ ، ج : ١)

একজন সাহাবির এ মন্তব্য لأَنْفَعَنَّكَ—অবশ্যই আমি তোমাকে উপকৃত করব, এটা বাহ্যিকভাবে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ও নিম্নের হাদিসের পরিপন্থী, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে শক্তভাষায় নিষেধ করেছেন। হাদিসটি হলো—

عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه قَالَ : كنت خلف النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يوماً، فَقَالَ : يَا غُلامُ، إنِّي أعلّمُكَ كَلِمَاتٍ ..... إِذَا سَأَلْتَ فَاسأَلِ الله، وإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله، وَاعْلَمْ : أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبهُ اللهُ لَكَ ... الخ. (ترمذى شريف ابواب صفة القيامة ، باب : ٢٢ ، حديث : ٢٦٣٥)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলেন, হে ছেলে, আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শেখাচ্ছি। আর তুমি যখন প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে। যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। আর মনে রাখবে, যদি গোটা উম্মত তোমাকে কোনো উপকার পৌঁছানোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তারা শুধু সেই বিষয়েই তোমাকে উপকৃত করতে পারবে, যা আল্লাহ তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। [তিরমিযি শরিফ, আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ, বাব : ২২, হাদিস : ২৬৩৫]

আসল কথা হলো, নিরেট আসবাব হিসেবে গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং আসবাব হিসেবে সাহায্য-সহযোগিতা করার কাজটি কোনো মাখলুকের দিকে সম্বন্ধিত করা তাওহিদের আকিদার পরিপন্থী যেমন নয়; তেমনই তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলেরও পরিপন্থী নয়। নয়তো সাহাবায়ে কেরাম রাদি. থেকে এ ধরনের কাজ প্রকাশ পেত না।

৩.

মুসলিম শরিফের বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদর রণাঙ্গনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ওই সময়কার একজন বিখ্যাত শক্তিশালী বীর বাহাদুর মুশরিক এসে নবিজির সঙ্গে সাক্ষাত করে এবং নিবেদন করে যে, আমি আপনার সঙ্গে, আপনার অধীনতায় যুদ্ধে

যেতে চাই। এমন বীরকুশলীকে পেয়ে সাহাবায়ে কেরাম উল্লসিত হন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখো'? উত্তরে সে বলল, 'না'। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন—

إرجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِين بِمُشْرِكٍ.

'তুমি ফিরে যাও। আমি কোনো কাফেরের কাছে সাহায্য চাই না।' (এর অর্থ হলো, তুমি যদি ঈমানদার হতে তাহলে আমি তোমার সহযোগিতা গ্রহণ করতাম।)

লোকটি পুনরায় আবেদন করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে আগের প্রশ্ন ও কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করলেন। তৃতীয়বার লোকটি বায়দা নামক স্থানে গিয়ে নবিজির সঙ্গে সাক্ষাত করে পুনরায় অনুমতি চাইল। তখন নবিজি তাকে আগের মতই প্রশ্ন করলেন। এবার সে উত্তরে বলল, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি। তখন নবিজি বললেন, 'এবার আমাদের সঙ্গে চলো।' বর্ণনার মাঝে এ শব্দ এসেছে—

خَرَجَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قِبَلَ بَدْرٍ فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَوْهُ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتُ لِأَتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ، قَالَ لَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ لَا، قَالَ : "فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ" الخ. (مسلم شريف، باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر، حديث : ٤٦٧٧)

এ বর্ণনা থেকে স্পষ্টত জানা যাচ্ছে যে, জিহাদের ময়দানে অমুসলিমের কাছ থেকে সহায়তা গ্রহণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনিচ্ছুক ছিলেন। এর বিপরীতে মুসলিম ব্যক্তির সহায়তা নিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাইতো দেখা যায়, পূর্বের ঘটনায় বীর লোকটি যখন ঈমান গ্রহণ করে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সহযোগিতার প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

অন্যান্য ক্ষেত্রবিশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুসলিম ব্যক্তির কাছ থেকেও সহায়তা নিয়েছেন, এটা বিভিন্ন বর্ণনায় উঠে এসেছে। যেমন, এক বর্ণনায় এসেছে—

أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم . (رواه ابو داؤد في مراسيله عن الزهري)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধে একজন ইয়াহুদির কাছ থেকে সহায়তা চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে লোকটিকে গনিমত থেকে হিস্যা দিয়েছেন। [আবু দাউদ]

আরেক বর্ণনায় এসেছে—

وبما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه استعان بصفوان بن أمية. (فتح الملهم، ص: ٢٢٢، ج ٩)

ফুকাহায়ে কেরাম শর্তসাপেক্ষে মুশরিকদের কাছ থেকে সহায়তা চাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম সারাখসি রহ. বলেন, মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধে অন্য মুশরিক গোষ্ঠীর সহায়তা নেওয়ার অনুমতি রয়েছে। শর্ত হলো, তাদের ওপর ইসলামের বিধান কার্যকর থাকতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইযার বিরুদ্ধে কায়নুকা' গোত্রের ইহুদিদের সহায়তা গ্রহণ করেছেন। এছাড়া সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। মুশরিক থাকাবস্থাতেই হুনায়ন ও তায়েফে উপস্থিত হয়েছে। এথেকে বুঝে আসে যে, মুশরিকদের সহায়তা গ্রহণে কোনো সমস্যা নেই।' [আল-মাবসুত লিস সারাখসি, পৃষ্ঠা : ১৮৬, খণ্ড : ৩, ফাতহুল মুলহিম, পৃষ্ঠা : ২২২, খণ্ড : ৯]

উপরের বর্ণনা ও উদ্ধৃতিগুলো থেকে পরিস্কার বুঝে আসে যে, নিরেট আসবাব রূপে গায়রুল্লাহর কাছ থেকে সহায়তা নেওয়া দোষণীয় নয়। গায়রুল্লাহ বলতে যে কেউ হতে পারে। এ ধরনের সহায়তাগ্রহণ যেমন তাকওয়া, তাওহিদ ও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়, তদ্রূপ এটি নবুওয়াত ও বেলায়েতের পরিপন্থীও নয়। যদি তাই হতো তাহলে এ ধরনের কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কখনই প্রকাশ পেত না।

৪.

এ কারণেই দেখা যায়, আসবাবের স্তরে রেখেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত মহান নবিও বিভিন্ন যুদ্ধে, উদাহরণস্বরূপ হুনায়ন যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামকে সাহায্য করার আহ্বান জানিয়ে ডেকেছেন। যেমন, মুসলিম শরিফের বর্ণনায় এসেছে—

قال : فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا الْتَفَتَ عن يَمِينِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ..... ثُمَّ الْتَفَتَ عن يَسَارِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ. (مسلم شريف ، باب اعطاء المؤلفة ، ص :٣٣٨، ج : ١)

মুসলিম শরিফেরই অপর বর্ণনায় এসেছে—

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي عَبَّاسُ نَادِ يَا أَصْحَابَ السَّمُرَةِ فقَالَ عباس وكان رَجُلًا صَيِّتًا فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ..... ثُمَّ قَصَّرَتْ الدَّاعُونَ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ... الخ. (مسلم شريف ، باب غزوة الحنين ص : ١٠٠، ج : ٢)

৫.

আসবাবের স্তরে রেখে গায়রুল্লাহর কাছ থেকে সহায়ত চাওয়া খোদ কুরআন কারিম থেকেই প্রমাণিত। আমরা দেখতে পাই, হযরত যুলকরনাইন আলাইহিস সালামও স্বজাতির কাছে সহায়তা চেয়েছেন। সেমতে ইরশাদ হয়েছে—

فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ○ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ○ (سورة الكهف: ٩٥-٩٦)

"অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব।

তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও।" [সূরা কাহফ : ৯৫-৯৬]

এ আয়াতের অধীনে আল্লামা ইবনে কাসির রহ. লিখেছেন—

قال ذو القرنين : الذي أنا فيه خير من الذى تبذلونه ولكن ساعدوني بقوة أي بعملكم والآت البناء . (سورة الكهف : پ : ١٦، ص : ٤، ج : ٣)

এ আয়াতের তাফসির কুরতুবি শরিফে এভাবে এসেছে—

قال : (اي ذو القرنين) لست أحتاج إليه وإنما أحتاج إليكم فأعينوني بقوة أى أخدموا بأنفسكم معى ... لكن أعينونى بقوة الأبدان أي برجال وعمل منكم بالأبدان. (التفسير للقرطبى، سورة الكهف، پ :١٦، ص : ٤٠، ج : ١١)

৬.

আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। মুসলিম শরিফের বর্ণনায় এসেছে, 'হযরত আলি রাদি. খোদ তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেন, বদর যুদ্ধের গনিমতের সম্পদ থেকে আমি একটি উট পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আরেকটি উট দান করেন।' এটি সে সময়কার কথা, যখন তিনি ফাতিমা রাদি.-কে বিয়ে করেছিলেন। হযরত আলি রাদি. বলেন, 'আমি তখন এ উদ্যোগ নিই যে, এই উটদুটির ওপর ইযখির ঘাস আমদানি করে এনে ব্যবসা করব। আমি এই উদ্যোগ সফল করার জন্যে বনু কায়নুকা' গোত্রের এক স্বর্ণকারের কাছে সাহায্য চাই। উদ্দেশ্য ছিলো, এর মুনাফা দিয়ে আমি হযরত ফাতিমা রাদি. এর জন্যে শানদার অলিমার আয়োজন করব। আপনি হাদিসের শব্দগুলো পড়ে দেখুন,

وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِأَبِيعَهُ وَمَعِي صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ .

'আমি পরিকল্পনা করলাম, দু'জনে মিলে বিক্রির উদ্দেশ্যে ইযখির ঘাষ বহন করে নিয়ে আসব। আমার সঙ্গে ছিল বনু কায়নুকা গোত্রের এক স্বর্ণকার। আমি সেই পরিকল্পনা থেকে ফাতেমার অলিমায় আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করি।'

অন্য বর্ণনায় এসেছে—

وفي رواية آخر : وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِى قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِى وَلِيمَةِ عُرُسِى. (مسلم شريف ، كتاب الأشربه ، حديث : ٥٠٩٩ ، ٥١٠١ ، فتح الملهم ص : ٤٩٢، ٤٩٤، ج : ٩)

'আমি বনু কায়নুকা গোত্রের জনৈক স্বর্ণকারকে রাজি করালাম যে, সে আমার সঙ্গে যাবে। আমরা দু'জন মিলে ইযখির ঘাষ আমদানি করব। আমার পরিকল্পনা ছিল, এগুলো স্বর্ণকারদের কাছে বিক্রি করে আমার বিয়ের ওলিমার আর্থিক সংস্থান করব।' [মুসলিম শরিফ, কিতাবুল আশরিবা, হাদিস : ৫০৯৯-৫১০১। ফতহুল মুলহিম, পৃষ্ঠা : ৪৯২-৪৯৪, খণ্ড : ৯]

এ বর্ণনার فَأَسْتَعِينَ بِهِ শব্দটির ওপর আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। সাইয়্যেদুনা আলি রাদি. বলছেন, আমি বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গীর কাছে সহায়তা প্রার্থনা করি। বলুন, কেউ কি এখানে আপত্তি তুলবে যে, হযরত আলি রাদি. গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাওয়াক্কুল ও তাকওয়ার পরিপন্থী কাজ করেছেন। আদতেই কি তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ وإذا استعنت فاستعن بالله — 'যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে' এর অমান্য করেছেন? আজ পর্যন্ত কোনো মুহাদ্দিস, কোনো ফকিহ, কোনো মুহাদ্দিস এ আপত্তি তোলেননি যে, হযরত আলি রাদি. কেন গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন? বুঝা গেল, নিরেট আসবারের স্তরে রেখে গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া, গায়রুল্লাহর কাছে নিজের কোনো প্রয়োজন ব্যক্ত করা শিরক নয়। এটি ঈমান ও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থীও নয়। এমন কাজ করলে আল্লাহ অসন্তুষ্টও হন না।

মোটকথা, উপর্যুক্ত শারঈ উদ্ধৃতিগুলো থেকে পরিস্কার বুঝে আসে যে, নিরেট আসবারের স্তরে রেখে হযরত যুলকারনাইন আলাইহিস সালাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও হযরত আলি রাদি. প্রমুখ প্রয়োজনের সময় গায়রুল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করেছেন এবং সাহায্য-সহযোগিতা চেয়েছেন। বলুন, কেউ কি তাঁদের প্রত্যেকের ব্যাপারে এ অভিযোগ তুলবে যে, এ সকল আম্বিয়া ও মনীষা —নাউযুবিল্লাহ— তাওহিদ, তাওয়াক্কুল ও তাকওয়ার পরিপন্থী কাজ করেছেন? আদৌ নয়।

তাহলে বলুন, এভাবে আসবাবের দরজায় রেখে গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য-সহযোগিতা প্রার্থনার কাজকে কেন মাওলানা সাদ সাহেব তাওহিদ, তাওয়াক্কুল ও তাকওয়ার পরিপন্থী দাবি করছেন?

৭.

মুসলিম শরিফ ও আবু দাউদ শরিফের বর্ণনায় হযরত রবি'আহ ইবনে কা'ব আসলামি রাদি. বলেন, আমি একরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমি সে রাতে যখন নবিজিকে অযুর পানি এনে দিই তখন তিনি খুশি হয়ে আমাকে বলেছিলেন, سَلْنِى —'তোমার যা ইচ্ছে চাও।'

তখন আমি নিবেদন করি, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন জিজ্ঞেস করেন, 'এর বাইরে আর কিছু'?

উত্তরে আমি বলি, 'না, ব্যস এতটুকুই।'

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তাহলে অধিক সাজদার মাধ্যমে তুমি তোমার ব্যাপারে আমাকে সহায়তা করো।' পুরো হাদিসটি দেখুন,

رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ رضَى اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كنت أبيت مع اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بوضوئه وبحاجته ، فقال لي : سَلْنِى! . قُلْتُ : فإنى أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي اَلْجَنَّةِ . فَقَالَ : أَوَغَيْرَ ذَلِكَ ؟ , قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ , قَالَ : " فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ . (رواه مسلم ١\١٩٣، حديث : ٤٨٩، وراه أبو داؤد في ابواب قيام الليل، حديث : ١٣٢، ١\١٨٧، جامع الأصول، حديث : ٧٠٥٢، جمع الفوائد ، حديث : ٧١١، ١\٣٧٨)

এ হাদিসের মাঝে سَلْنِى ও أَعِنِّي উভয় শব্দই লক্ষ্য করুন। অর্থাৎ নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে বলেছেন, سَلْنِى —'তোমার যা ইচ্ছে চাও'। এরপর বলেছেন, أَعِنِّي—'আমাকে সহায়তা করো'। দুটো বাক্যই যেহেতু আসবাব হিসেবে বলেছেন, কাজেই এ নিয়ে আপত্তি তোলার কোনো সুযোগ নেই।

এ রেওয়ায়েত থেকেও বুঝে আসে যে, দ্বীনি ও দুনিয়াবি— উভয় ক্ষেত্রেই আসবাব হিসেবে গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া যেতে পারে। এ ধরনের সাহায্য চাওয়া শরিয়তের পরিপন্থী নয়। তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের সঙ্গেও এর কোনো বৈপরিত্য নেই। যদি এমন হতো তাহলে কখনই নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের কাজ করতেন না।

উপরের শারঈ উদ্ধৃতিগুলো থেকে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার বুঝে আসে। তা হলো, প্রখ্যাত মুফাস্‌সিরে কুরআন আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. সূরা ফাতেহার তাফসিরে যে কথাগুলো বলেছেন, সেগুলো ভুল নয়। আরবের কিছু আলেম এখানে ধোঁকা খেয়েছেন। তারা স্রেফ ধোঁকার শিকার হয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই তাফসিরগ্রন্থটির প্রকাশনা ও পরিবেশনা স্থগিত রেখেছেন। তাঁর এ কাজটি যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে তো খোদ সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর কর্মকাণ্ডও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে। আরব আলেমদের এ কাজ দ্বীনের নামে অতিরঞ্জন ও আকিদার নামে বাড়াবাড়ির নামান্তর। আল্লাহই ভালো জানেন।

এ কথাগুলো আরবের সেই আলেমদের কাছে পৌঁছানো দরকার, যারা এই ভুল অজুহাতে আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. এর তাফসিরগ্রন্থটির প্রকাশনা ও পরিবেশনা স্থগিত করে রেখেছে।

গবেষক উলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তেব্যর আলোকে মাওলানা সাদ সাহেবের বয়ানের নিরীক্ষণ

আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের উপরিউক্ত তাহকিক ও স্পষ্ট বক্তব্যের আলোকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মাওলানা সাদ সাহেব তাঁর বয়ানের মাঝে সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যে কথাগুলো বলেছেন,

> 'ইউসুফ আলাইহিস সালাম বড় প্রতিকূল অবস্থায় ছিলেন। মিসরের মন্ত্রীর ঘর থেকে তার ওপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল। বড় দুঃসময় যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ দুটি বিষয় দেখতে চেয়েছিলেন। প্রথম বিষয় দেখতে চেয়েছিলেন, তিনি পরিস্থিতি থেকে প্রভাবিত হয়ে আল্লাহর দিকে দাওয়াত ছেড়ে দেন কি-না? আরেকটি বিষয় দেখতে চেয়েছিলেন যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এ ধরনের পরিস্থিতিতে পেরেশান হয়ে গায়রুল্লাহর কাছে মদদ চেয়ে ফেলেন কি-না? দ্বিতীয়ত এ বিষয় দেখতে চেয়েছেন যে, পরিস্থিতির শিকার হয়ে আল্লাহর দিকে দাওয়াতের আমল ছেড়ে দেন কি-না?
>
> দ্বিতীয় কথা হলো, ইউসুফ (আ.) তখন লোকটিকে স্বপ্নের ব্যাখ্যাও জানিয়ে দেন। তখন তাঁর মনে হয়েছিল, এ দু'জনের মধ্য হতে একজন জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সসম্মানে বাদশার দরবারে যাবে। কাজেই বাদশার কাছে এ বার্তা পৌঁছে দাও (মনোযোগ সহকারে শোনো) যে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম অনেক দিন ধরে জেলের ভেতরে আছে। তাঁর মোকাদ্দমার ব্যাপারে কিছু চিন্তা-ভাবনা করুন। তাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হোক। আল্লাহর কুদরত! ইউসুফ আলাইহিস সালামকে শয়তান আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিলো। ইউসুফ আলাইহিস সালামকে শয়তান আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিলো। ইউসুফ আলাইহিস সালামকে শয়তান আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিলো যে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম জেল থেকে বেরুনোর জন্যে আমাকে কেন বলল না?
>
> দাঈর জন্যে এ দুটি বিষয় খুবই জরুরি। খুবই জরুরি হলো, এই পথে কোনো প্রতিকূলতা এলে, সেই প্রতিকূলতার কথা ওই সত্তাকে বলবে, যেই সত্তার পক্ষ থেকে পয়গাম সহকারে সে প্রেরীত হয়েছে। পৃথিবীতে আপনি যদি কোনো ছোট থেকে ছোট কর্মচারীকে কোনো ছোট থেকে ছোট কাজে পাঠান, যদি সেই কাজে কোনো প্রতিবন্ধক আসে অথবা কোনো জটিলতা দেখা দেয় তখন সে এর জন্যে তার শরণাপন্ন হয়, যে তাকে পাঠিয়েছে। তার সঙ্গেই যোগাযোগ করে বলে যে, আমি কী করব? আমার কাছে প্রতিবন্ধক এসেছে, এখন আমার কী করণীয়? ইউসুফ আলাইহিস সালাম মুক্তিপ্রাপ্ত লোককে বলেছিলেন, اذكرني عند ربك —'বাদশার কাছে আমার আলোচনা করবে।' فانساه الشيطان ذكر ربه —'শয়তান ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিল।' এ ঘটনার পর ইউসুফ আলাইহিস সালাম দীর্ঘ দিন জেলে থাকেন।' [বে-ইলমি গুফতগু : ১/২। সংকলক, মাওলানা আনিস আহমদ নদভি। ইসলামিক সার্ভিসেস লাখনৌ কর্তৃক প্রকাশিত]

মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের এ কথাগুলো মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম তথা আল্লামা ইবনে কাসির রহ. হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ. হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারভি রহ. কাযি যাইনুল আবিদিন রহ. মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদি রহ. মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানি, মাওলানা সাইয়্যেদ সালমান হুসাইনি নদভি, মাওলানা সাইয়্যেদ বিলাল হাসানি নদভিসহ প্রমুখ উলামায়ে দেওবন্দ ও উলামায়ে নদওয়াহর স্পষ্ট বক্তব্যের সুস্পষ্ট পরিপন্থী। কাজেই তা ভুল ও প্রত্যাখ্যাত-পরিত্যাজ্য।

অত্যন্ত সহজ সিদ্ধান্ত

এবার আপনিই বলুন, উপরে আমরা যে দুটি তাফসিরের বিবরণ উল্লেখ করলাম, এ দুটির মধ্য হতে কোনটিকে আপনি সঠিক ও নির্ভরযোগ্য অভিহিত করবেন? একটি হলো এমন তাফসির, যেই তাফসির মানলে সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালামের ওপর গায়রুল্লাহর কাছে হাত পাতার অভিযোগ আরোপিত হয়। এই তাফসির কি তাবলীগের সঙ্গে সম্পর্কিত ভাইদের সামনে বয়ান করার উপযুক্ত?

আমরা খুব সহজেই এ সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, তাবলীগের হযরতগণ এবং নিযামুদ্দিন মারকাযের যিম্মাদারগণ যেহেতু নিজেরাই নিজেদেরকে আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের তাহ্কিকের অনুসারী দাবি করে থাকেন, তারা নিজ থেকেই যেহেতু নিজেদের ওপর উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাক-মাশরাব (চিন্তাধারা ও মতাদর্শ) আবশ্যক করে নিয়েছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব নিজেই যেখানে এ দাবি করেছেন যে, দেওবন্দ ও সাহারানপুরের আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাকই আমার মাসলাক, কাজেই নিজস্ব তাহ্কিকের নামে এদিক-ওদিক পথভ্রষ্ট হয়ে না ঘুরে দেওবন্দি আলেমদের তাহকিকেরই অনুসরণ করুন এবং অন্যদেরকেও সেই হিদায়াত দিন।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের এই ঘটনাও বয়ান করার সময় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, দেওবন্দের উলামায়ে কেরাম কোন কথাটিকে সহিহ অভিহিত করে গ্রহণ করেছেন? এক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থান কী? যে কথা আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ অদ্যাবধি গ্রহণ করেছেন, তাঁদের রেখে যাওয়া সেই পদচিহ্ন ধরে আমাদেরকেও চলতে হবে এবং অন্যদেরকে বয়ান করার সময় স্রেফ সে কথাগুলোই বলতে হবে। এর বাইরের যেকোনো বয়ান থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখতে হবে। ইতোপূর্বে যতগুলো প্রসঙ্গে এই মূলনীতির লঙ্ঘন হয়েছে, সবগুলোর প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিকারের তাৎক্ষণিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি

উসতাযুল হাদিস ওয়াল ফিকাহ
দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ

৮ শাওয়াল ১৪৩৮ হি.